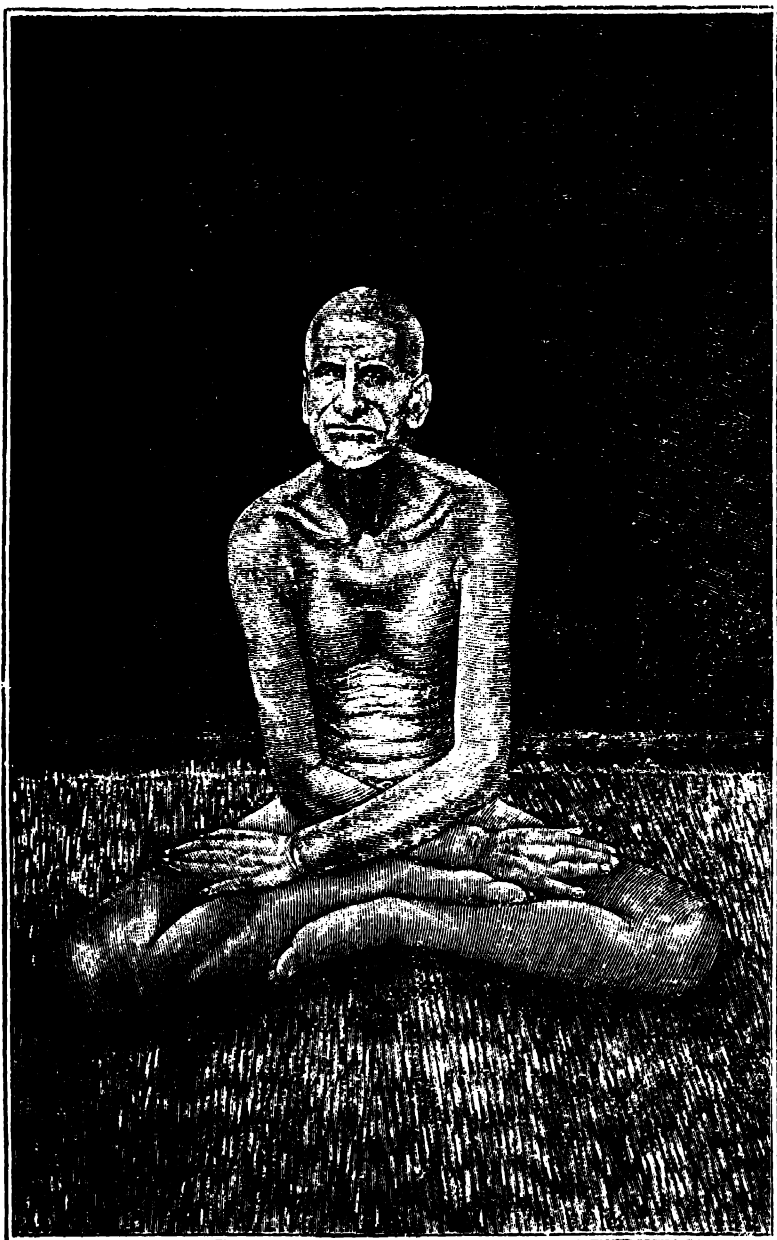


শ্রী

যতীন্দ্র-জীবন-চরিতম্

পণ্ডিতবর শ্রীশিবকুমারশর্ম্মণা সংগৃহীতম্।

প্রাড়্‌বিবাকশিরোমণি-

শ্রীসুরেশ্বরনারায়ণশর্ম্মকৃতবঙ্গানুবাদসহিতম্।

যতীন্দ্রস্বামিপাদপদ্মমকরন্দমধুব্রতেন আগড়পাড়ানিবাসিনা

শ্রীযুক্তঅম্বিকাচরণবন্দ্যোপাধ্যায়েন

স্বব্যয়েনৈব বঙ্গাক্ষরে বঙ্গভাষায়াঞ্চ প্রকাশিতম্।

দ্বিতয় সংস্করণম্।

কলিকাতারাজধান্যাম্

সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিতম্।

সংবৎ ১৯৫০।

PUBLISHED BY AMBIKA CHARAN VANDYOPÁDHYÁYA,
AGARPARAH.

ভূমিকা।

এই কলিকালের খরতর স্রোতে প্রবহমান মানব-মণ্ডলীকে উদ্ধার করিবার জন্য বোধ হয় ভগবান্ কারুণ্যপরতন্ত্র হইয়া, তীক্ষ্ণ বিবেকসম্পন্ন পুরুষ মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীকে সৃজন করিয়াছেন। যখন মনুষ্যগণ হা অর্থ! হা অর্থ! করিয়া ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না, সেই সময়ে অর্থের অনর্থকত্ব সম্পাদন পুরঃসর জগতের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতে করিতে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর আবির্ভাব কি অপূর্ব্ব! একদিকে মহামোহের ঘোর তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের ঔদ্বিগ্নতা, অপরদিকে প্রভাতকালীন সূর্য্যের ন্যায় মুর্ত্তিমান বিবেক দর্শকবৃন্দের চিত্তে শান্তি ও আনন্দ বিকাশ করিতেছেন। আহা! কি মনোহর দৃশ্য।

লোকালয়ে থাকিয়া তপস্বীগণের সাক্ষাৎ পাওয়া বড়ই সুদুরূহ। কিন্তু ধন্য কাশী! যে লোকালয়ে থাকিয়াও লোকে অদ্যাপি মহাতপস্বীর দর্শনসুখ লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, প্রভু আমাদের দিগম্বর। এক দিন আমরা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অনেক অনুনয় করিয়া অর্শরোগের একটি ঔষধ স্বামীজীকে ধারণ করিবার জন্য দিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া আমার হস্ত হইতে ঔষধ লইয়া ঈষৎ

হাসিলেন, আমি হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন যে, "তুমি ঔষধ ধারণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতেছ; সেই জন্য, তোমার হস্ত হইতে ঔষধ লইলাম। না লইলে, তুমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতে। আমি যদি সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া কটিতে এই ঔষধ ধারণ করিলাম, তাহা হইলে আবার আমায় বস্ত্র পরিধান করিতে হইল। আমি এই শীতের সময়ও বস্ত্র ব্যবহার করি না, তোমার এই ঔষধ সূত্র দ্বারা কটিতে বেষ্টন করিলে কেমন হইবে, বল দেখি? আর ঔষধেরও কোনও প্রয়োজন নাই। প্রারব্ধ ভোগেই সব নষ্ট হইবে।" আমি নিরস্ত হইয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিলাম।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, স্বামীজী কেবল বড় লোকের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, দরিদ্রের প্রতি তাঁহার তাদৃশ দয়া নাই। কিন্তু আমি স্বামীজী সম্বন্ধে যত দূর জানি, তাহাতে তিনি এরূপ পার্থক্য কখনই করেন না। তবে লোকে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে শীঘ্র তাহাদিগকে যে বিদায় দেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অধিক জনতা না হয়।

এই "যতীন্দ্র-জীবন-চরিত" মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবন-চরিত। ইহাতে জীবন-চরিত সম্বন্ধে অধিক থাকুক আর নাই থাকুক, পূর্ব্বে স্বামীজীর কোথায় নিবাস ছিল, তাঁহার নাম কি ছিল, অল্প বয়সেই তিনি কিরূপ বিদ্বান্ হইয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত

হইয়াছে। অথচ সংক্ষেপে ষড়্দর্শনের মতও লিখিত হইয়াছে, এবং এ গ্রন্থ যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে, ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

মোজঃফর্পুর নগরান্তর্গত নাগপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মহাদেবপ্রসাদজী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা এই পুস্তক সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। এক্ষণে, তাঁহার সম্মতিক্রমে, আগড়পাড়ানিবাসী, সজ্জনগণানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নিজ ব্যয়ে, বঙ্গাক্ষরে ও বঙ্গ ভাষায়, এই গ্রন্থ খানি মুদ্রাঙ্কণ করাইয়া প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তিনি সাধারণের নিকট ধন্যবাদের পাত্র। পরিশেষে ইহা বক্তব্য যে, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যদি কেহ সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সফল হইল, জ্ঞান করিব। ইত্যলম্।

৺ কাশীধাম।
সংবৎ ১৯৪৯।

শ্রীসুরেশ্বরনারায়ণদেবশর্ম্মণঃ

ওঁ

অথ

যতীন্দ্র-জীবন-চরিতম্

গণেশায় নমঃ।

যত্তদ্ব্রহ্মপুরান্তরালদহরাভ্যন্তর্নিবিষ্টন্নভো-
যস্মিন্নোতমিদং নভঃপ্রভৃতি যদ্ভূমা শ্রুতৌ শ্রূয়তে।
অন্তর্নাড়ি নিযম্য মারুতগতিং যদ্যোগিভির্ধ্যায়তে
তেজস্তচ্ছিবয়োস্তনোতু জগতামুদ্বেলমানন্দথুম্ ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ

যে তেজঃ, শরীরের অন্তর্গত হৃদয়কমলের মধ্যে আকাশ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং যাঁহাতে ভূতাকাশ বায়ু আদি লীন হইয়া আছে, বেদে যাঁহাকে ব্যাপক স্বরূপ বলিয়া থাকে, এবং যোগিগণ সুষুম্না নাড়ীতে প্রাণবায়ু রোধ করিয়া যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই পার্ব্বতী ও শঙ্করের তেজঃ জগতকে অসীম আনন্দ প্রদান করুন ॥ ১ ॥

লব্ধ্বা জন্ম জগৎসভাজিতকুলে ধৃত্বা ক্রমেণাশ্রমাং-
স্ত্রীন্মায়াময়মাকলয্য ভুবনং তুর্য্যাশ্রমে যঃ স্থিতঃ।
আবালস্থবিরঞ্চ যত্র জগতো ব্রহ্মাত্মতাধীর্দৃঢ়া
ব্যাপ্তুং কাঙ্ক্ষতি নূনমস্ত নিতরাং চেতস্বিরশ্চামপি॥ ২॥
যস্যেন্দ্রাদিসমস্তদেবপদবীসৌখ্যং ঘৃণাধায়কং
মিথ্যাস্নেহময়ান্ধকারপটলীবিধ্বংসভানুশ্চ যঃ।
যস্যালোকনমাত্রমেব বিপুলামুন্মূল্য পাপাবলীং
প্রত্যক্‌তত্ত্ববিশুদ্ধবোধবিষয়ে শ্রদ্ধাবতাং কল্পতে॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

জগতের পূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রম ত্রিতয়ের কর্ত্তব্যতানুপালন করতঃ এই মায়াময় ভুবনের আলোচনা করিয়া, যিনি তুর্য্যাশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়াছেন, এবং যাঁহাকে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত মনুষ্যই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু অনুমান হইতেছে যে, এই জ্ঞান তির্য্যগ্যোনি অর্থাৎ পশুপক্ষী-দিগের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। অভিপ্রায় এই যে, আবালবৃদ্ধ মনুষ্যগণও স্বামীজীকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিয়াই থাকে, কিন্তু পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও কতক এইরূপ ধারণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে॥ ২॥

যাঁহার, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবপদবীর সুখ, ঘৃণার কারণ হইয়া থাকে, এবং এই সংসারের মিথ্যা স্নেহরূপ অন্ধকার সমূহ ধ্বংস

পুণ্যা যস্য কুটুম্বিনী মতিরিয়ং ধ্যানং পরম্ভোজনং
ভোগশ্চাপি তদেব যস্য বিদিতং যৎপট্টবস্ত্রং দিশঃ।
ভূপালাবলিভাললগ্নমুকুটপ্রোজ্জ্বললামার্চ্চিষা
যন্নীরাজনমস্তি রাগরহিতং সাম্রাজ্যমাপ্তোঽস্য যঃ॥ ৪॥

কামক্রোধবিমোহিতাঃ সুতধনস্ত্রীচিন্তনালোলুপাঃ
স্বপ্নেঽপীশ্বরনামগন্ধরহিতা ব্যগ্রাঃ পরগ্রাসিনঃ।
যৎসান্নিধ্যমুপেতমাত্রমনুজাঃ সৌখ্যেন সংবিভ্রতে
বিশ্বেশানপদারবিন্দযুগলধ্যানস্পৃহাবন্মনঃ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ।

করিতে যিনি সূর্য্যসদৃশ, এবং যাঁহার দর্শন, শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পাপাবলী নষ্ট করিয়া আত্মতত্বজ্ঞান প্রদানে সমর্থ হয়॥ ৩॥ *

পুণ্যময়ী বুদ্ধিই যাঁহার স্ত্রীস্বরূপিণী হইয়াছে, এবং জগদীশ্বরের ধ্যানই যাঁহার ভোজন আদি সমস্ত ভোগস্বরূপ ও দশ দিক্ পট্টবস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, এবং রাজাদিগের ভালবিলগ্ন মুকুটের রত্নকান্তি দ্বারা নীরাজন (অর্থাৎ আরতি) হইয়া থাকে, এবম্ভূত রাগরহিত সাম্রাজ্য যিনি অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪॥

কামক্রোধাদি দ্বারা বিশেষরূপে মোহিত এবং ধন পুত্র স্ত্রী-

---

* এই শ্লোক এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক অসমাপিকা ক্রিয়ার বর্ত্তমান ৬ষ্ঠ শ্লোকের সহিত পাঠ করিলে তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে, এবং ক্রিয়া সমাপন হইল এরূপও বুঝাইবে।

লীলামাত্রবিনির্ম্মিতামিতনবব্রহ্মাণ্ডমালোল্লস-
ল্লোকেশানমরাললাস্যবিধয়ে যন্মানসং মানসম্।
তস্যেদং চরিতং জনোপকৃতয়ে শ্রীভাস্করানন্দবিদ্
যোগীন্দ্রস্য নিরূপ্যতে শ্রুতিমিতং যচ্চাপি সন্দৃশ্যতে ॥৬॥

ইদং ভুবনমঙ্গলন্দুরিতনাশনায়াপ্যলং
নৃণাং নিখিলসম্পদামপি নিধানভূতং পরম্।
শ্রুতং স্মৃতমথামৃতং হৃদি সমাদরাদ্ভাবিতং
চরিত্রমখিলক্ষমাবিদিতমস্তু সন্তুষ্টয়ে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

চিন্তালোলুপ হইয়া যাহারা স্বপ্নেও ঈশ্বরের নাম গন্ধ করে না, অথচ পরের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র, এবম্প্রকারের মনুষ্যগণও যাঁহার সমীপস্থ হইবামাত্র অতিশয় আনন্দযুক্ত হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণারবিন্দযুগল ধ্যান করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ক্রীড়ামাত্র অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমাত্মা, তদ্রূপ যে হংস, সেই হংসের বিলাসের নিমিত্ত মনই যাঁহার মানসসরোবরস্বরূপ হইয়াছে, এবম্ভূত শ্রীমান্ ভাস্করানন্দ যোগীন্দ্র মহাত্মার চরিত্র যেরূপ শুনিয়াছি ও যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি ॥ ৬ ॥

এই চরিত্র শ্রবণে ও স্মরণে ভুবনের মঙ্গল হয়, এবং সমস্ত দুষ্কৃত দূরীভূত হয়, এবং ইহা মনুষ্যগণের নিখিল সম্পত্তির

রিরক্ষিষথ চেৎ সুখং মনসিজাদিতঃ স্তেনতঃ
সুদুর্গমভবাটবীমপি তরীতুমিচ্ছা যদি।
অবশ্যমিদমস্ত্রবন্নিবিড়বর্ম্মবচ্চাসক্ত-
দৃঢ়ীকৃতমুপস্কৃতং মনসি সজ্জনা নহ্যতঃ ॥ ৮ ॥

মন্ত্রগ্রামাশ্রয়াণাং সবিধিকৃতমখৈস্তোষ্যমানামরাণাং
বিদ্যাসৎকীর্ত্তিকান্ত্যা ধবলিতজগতাং ধর্ষিতেন্দুপ্রভাণাম্।
বাসস্থানং মুনীনাং স্মৃতিষু নিগদিতাচারবিশ্রামভূমিঃ
দেশো যঃ শ্লাঘনীয়ো জগতি বিজয়তে কান্যকুব্জাভিধানঃ॥৯॥

অস্যার্থঃ।

নিধান, ইহা আদর পূর্ব্বক হৃদয়ে ভাবনা করিলে অমৃত স্বরূপ, (অথবা ইহা হৃদয়ে আদর পূর্ব্বক ভাবনা করিলে আর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ হয় না, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়) এবম্ভূত যে এই চরিত্র ইহা সমগ্র পৃথিবীতে বিদিত হইয়া সকল লোকের সন্তোষের কারণ হউক ॥ ৭ ॥

হে সজ্জনগণ! কামক্রোধাদি তস্করদিগের আক্রমণ হইতে যদি আপনার সুখ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন, এবং দুর্গম এই সংসারারণ্যে উত্তীর্ণ হইবার যদি বাঞ্ছা হয়, তাহা হইলে অস্ত্র ও কবচের ন্যায় এই চরিত্রকে অবশ্য দৃঢ় করিয়া মনে ধারণ করুন ॥ ৮ ॥

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয়ের আধার, এবং বিধি-পূর্ব্বক কৃতযজ্ঞ দ্বারা অমরগণের সন্তোষকারী, ও বিদ্যার সৎ-

তস্মিন্ কান্হপুরাখ্যপত্তনমহীভূষাভবস্তোগবন্-
মৈথেলালপুরেতি শব্দিতপুরং বিদ্যাচনং রাজতি।
মিশ্রস্তত্র ধরাসুরো হিমকরস্যাপ্তঃ কুলে সম্ভবং
মিশ্রীলাল ইতীরিতো জলধিজানাথাঙ্ঘ্রিপদ্মপ্রিয়ঃ॥ ১০॥

তস্মাদজায়ত সুধীর্মতিরামনামা
জন্মান্তরীয়সুহৃদং বিরতিন্দধানঃ।
যঃ সাম্প্রতনৃপসহস্রকিরীটরত্ন-
চ্ছায়াসমীড়িতপদোঽস্তি দিগম্বরোঽপি॥ ১১॥

অস্যার্থঃ।

কীর্ত্তির কান্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ ধবলিত, ও চন্দ্রের প্রভা হ্রাসকারক, ঋষিদিগের বাসস্থান, এবং সমস্ত আচারের বিশ্রাম-স্থান, এই প্রকারে শ্লাঘা করিবার উপযুক্ত, যে কান্যকুব্জ দেশ, তাহা জগতে বিখ্যাত আছে॥ ৯॥

সেই কান্যকুব্জাখ্য দেশে কান্হপুর নামক জেলায় পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ বিদ্যাতে বিখ্যাত, মৈথেলালপুর গ্রাম শোভা পাই-তেছে। ঐ গ্রামে হিমকরমিশ্রের কুলে নারায়ণের চরণকমল-প্রিয় মিশ্রীলাল নামক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন॥ ১০॥

তাঁহা হইতে (অর্থাৎ উক্ত মিশ্রীলাল হইতে) মতিরাম নামক জ্ঞানবান্ পুরুষ জন্মান্তরীয় স্বীয় সুহৃৎ বৈরাগ্যকে লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যিনি অধুনা দিগম্বর হইয়াও সহস্র রাজবৃন্দের শিরো-মুকুটের রত্নকান্তি দ্বারা সুশোভিতচরণে বিরাজ করিতেছেন॥১১॥

গর্ভাষ্টমং বৎসরমাশ্রিতস্য
জাতং ব্রতাদেশবিধানমস্য।
অধ্যেতুমারভ্য চ তৎপরস্তাৎ
দাক্ষীসুতব্যাকরণম্পুরস্তাৎ ॥ ১২ ॥

উদ্বাহো বিধিবদ্বভুব বিদুষস্তস্যাস্য সংবৎসরে
প্রাপ্তে দ্বাদশকেঽথ সপ্তদশকে বর্ষে মুনেঃ পাণিনেঃ।
শাস্ত্রম্বার্ত্তিকশেষভাষ্যসহিতং সম্যক্ সমাপ্যাখিলং
বিদ্যাকীর্ত্তিভৃতাং সদঃসু গণিতো জাতো মহোদারধীঃ॥১৩॥

অষ্টাদশে চাস্য বভুব সূনুর্বর্ষে দ্বিতীয়াশ্রমধারণস্য।
ফলং বিলোক্যায়মিমস্তদানীং গৃহাদ্বিনির্গন্তুমনা বভুব ॥১৪॥

অস্যার্থঃ।

এই মহাত্মার গর্ভাষ্টমে (অর্থাৎ গর্ভ হইতে অষ্টমবর্ষে) বিধিবৎ ব্রতাদেশ (অর্থাৎ উপনয়ন) হয়। তদনন্তর ইনি পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ॥ ১২ ॥

উক্ত বিদ্বান্ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দারপরিগ্রহ করেন; এবং সপ্তদশবর্ষ বয়সে এই মহা উদারবুদ্ধি পুরুষ কাত্যায়নের বার্ত্তিক এবং শেষপ্রণীত মহাভাষ্য (যাহাকে ফণিভাষ্য বলে) সহিত সমগ্র পাণিনীয় ব্যাকরণ সম্যক্রূপে সমাপ্ত করিয়া বিদ্যা ও কীর্ত্তিশালী পণ্ডিতদিগের সভায় গণনীয় হইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

ইহাঁর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পুত্র উৎপন্ন হয়, এবং সেই

বৈরাগ্যে হি সতি প্রবোধমহিতে পুত্রোৎসবাদ্যুৎসবা-
স্তে তেনৈব বিমোহয়স্তি কৃতিনং সচ্চিৎপ্রমোদাত্মকম্।
সাবিত্রাংশুমিলন্নবারুণরুচিব্যাসঙ্গজাগ্রজ্জগৎ-
তামিস্রস্য মহাস্ত্যহো বিলসিতান্যারুন্ধতে বা কিমু॥ ১৫॥

প্রতিদিনমুপচীয়মানশোভা-
সুতধনযৌবনজাস্থনেকভাবম্।
নরকপতনহেতুমেব সর্ব্বং
সমকলয়ৎ স সমিদ্ধবোধরূপঃ॥ ১৬॥

জগতি ভবতি বৃত্তিঃ কীদৃশী বার্দ্ধকেঽপি
জ্বলিততরুণভাবেঽপ্যস্য কীদৃক্ বভুব।

অস্যার্থঃ।

সময়েই গৃহস্থাশ্রম ধারণের পুত্ররূপ ফল অবলোকন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন॥ ১৪॥

যেহেতু জ্ঞানযুক্ত বৈরাগ্যোদয় হইলে পুত্রোৎসবাদি জন্য সমস্ত উৎসব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদ্বান্ পুরুষকে মোহিত করিতে পারে না। সূর্য্যাংশুমিলিত নবারুণকিরণযুক্ত জগৎকে অন্ধকারের মহতী ছটা কি আবরণ করিতে পারে?॥ ১৫॥

সেই দেদীপ্যমান বোধস্বরূপ পুরুষ, প্রতিদিন বর্দ্ধিত কান্তি, পুত্র, ধন, যৌবনজনিতাদির বিকার সমুদায়কে নরকপতনের হেতু বিবেচনা করিলেন॥ ১৬॥

অবহিতমনসেদং ভাব্যতে চেদ্বুধানাং
স্ফুরতি প্রথমজন্মোদ্ভূতপুণ্যং নিদানম্॥ ১৭॥
ইহ কলয়তি কো ন কামিনীনাং
কুটিলকটাক্ষনিপাতমাপ্য সৌখ্যম্।
হৃদয়মনুববন্ধ কস্য নো বা
সুতমুখবীক্ষণমস্য কাকলী বা॥ ১৮॥
বিলসতি কিল তাবদেব লোকে
ধনবনিতাদিবিরাগবদ্ধচর্চ্চা।
বিকসতি নহি যাবদঙ্গনানাং
হঠদবিতেতরভাবনো বিলাসঃ॥ ১৯॥

অস্যার্থঃ।

এই সংসারে লোকের বৃদ্ধাবস্থাতে কিরূপ বৃত্তি হইয়া থাকে, এবং ইহাঁর প্রজ্বলিত তরুণাবস্থায় কিরূপ বৃত্তি হইয়াছিল, যদি একাগ্রচিত্তে ইহা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যের পরিণাম জ্ঞাত হইতে পারা যায়॥ ১৭॥

এই সংসারে এমন ব্যক্তি কে আছে যে, কামিনীগণের কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ প্রাপ্ত হইয়া সুখ অনুভব না করে; এবং পুত্রমুখ দর্শন ও তাহার মধুর শব্দ কাহার হৃদয়কে স্নেহে আবদ্ধ না করিয়া থাকে?॥ ১৮॥

বলপূর্ব্বক অন্য বিষয়ের চিন্তা দূরীকরণক্ষম রমণীগণের বিলাস

অপি ভবতু বিশেষশাস্ত্রদৃষ্টি-
রুপনিষদঃ পরিশীলিতাশ্চ সন্তু।
পরিষদি কথনায় সর্ব্বমেত-
দ্বিষয়বিরতিপদন্তু দূরসংস্থম্॥ ২০॥

ধনমপি মনসোঽপকর্ষণং
কুরুতেঽদস্তু ন ন প্রসিধ্যতি।
অপি কনককৃতে ত্যজেদসূন্
ইতি লোকে কিমু নো নিভালিতম্॥ ২১॥

ইতি সুবিদিতমস্তি সম্মতীনাং
পরমিদমস্য তু যৌবনেঽপি পশ্য।

অস্যার্থঃ।

যাবৎ হৃদয়ে প্রকাশ না পায় তাবৎ (অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত) লোকের মুখে ধন ও বনিতাদি বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়॥ ১৯॥

শাস্ত্রে বিশেষরূপ দৃষ্টি থাকিলেও, এবং উপনিষদ্ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলেও, এ সকল কেবল সভাতে বলিবার জন্য। যেহেতু বিষয়বৈরাগ্যের পদ ইহা হইতে বহুদূরে স্থিত॥ ২০॥

ধন, মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, এ কথা অপ্রসিদ্ধ নহে। কেন না, একটি কনকের জন্য প্রাণপরিত্যাগ করিতে কি এ সংসারে দেখা যায় নাই? ॥ ২১॥

অভবদতিতরামনন্যলভ্যো
ধনযুবতীসুতমানতো বিরাগঃ ॥ ২২ ॥

প্রথমজনুষি নিত্যকর্ম্মজাতং
সময়বিশেষনিবন্ধনঞ্চ যত্তৎ।
অবিহিতপরিবর্জ্জনঞ্চ শশ্ব-
দ্বিহিতমভূদতিযত্নতোঽস্য পুংসঃ ॥ ২৩ ॥

কৃতবানয়মন্যজন্মসু
চিরমীশানপদাম্বুজার্চ্চনম্।
কথমেকপদেঽন্যথা ভবেদ্
বিষয়েম্বামিষধীকৃতা ঘৃণা ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ।

সুবুদ্ধিমান্ লোকেরা পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বিদিত আছেন; কিন্তু দেখুন, উক্ত মহাত্মার যৌবনাবস্থাতেই ধন, যুবতী, পুত্র ও সম্মানবিষয়ে কেমন দুর্লভ বৈরাগ্য হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝা যায় যে, ইনি পূর্ব্বজন্মে নিত্যকর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যতীপাতাদি যোগ-নিবন্ধন স্নান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ, এই সমস্ত কার্য্য অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

ইনি পূর্ব্বজন্মে দীর্ঘকাল মহাদেবের চরণকমল অর্চ্চনা

চিরকালমুপাসনাং বিনা
জগদীশস্য পদারবিন্দয়োঃ।
ঘটতে চ ন জাত্বধিক্ষিতি-
ক্ষিতিভৃন্মণ্ডলমণ্ডিতাঙ্ঘ্রিতা ॥ ২৫ ॥

ইহ চেদবদৎ পতঞ্জলি-
র্দৃঢ়বৈরাগ্যফলান্যমূন্যপি।
বিবদে নচ তেন যৎ স্বয়ং
পরমং কারণমীশমাহ সঃ ॥ ২৬ ॥

বহবো ভুবি সন্তি ভাবুকা
বহবঃ পণ্ডিতমণ্ডলীবরাঃ।

অস্যার্থঃ।

করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে একবারে এরূপ বিষয়ে, অভক্ষ্য মাংসের ন্যায় ঘৃণা উৎপন্ন হইত না ॥ ২৪ ॥

এবং বহুকাল জগদীশ্বরের পাদপদ্ম উপাসনা ব্যতিরেকে এই পৃথিবীতে রাজমণ্ডল কর্ত্তৃক শোভিতচরণ হওয়া কখনই ঘটে না ॥ ২৫ ॥

যদিও এবিষয়ে যোগশাস্ত্রাচার্য্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, দৃঢ়রূপে বৈরাগ্যসিদ্ধ হইলেই এ সমস্ত ফল স্বতঃই হইয়া থাকে। তথাপি তাঁহার সহিত আমি বিবাদ করিতেছি না, যেহেতু তিনি ঈশ্বরকে পরম কারণ বলিয়া মানিয়াছেন। অর্থাৎ বৈরাগ্যও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সদসৎপ্রবিবেকধীগুণো
বিদুষোঽস্যৈব তু দৃক্‌পথঙ্গতঃ ॥ ২৭ ॥
স চ নর্ম্মগতো দিবানিশং
মনসেদং পরিতো ব্যভাবয়ৎ।
নিরধারয়দাশু তত্ত্বতো
জগদজ্ঞানবিলাসসম্ভবম্ ॥ ২৮ ॥
যদি নিত্যমিদম্ভবেজ্জগৎ
পুরতো ভূতিনিরোধভৃৎ কথম্।
ক্ষিতিরপ্যুভয়ীযুতৈব কি-
ন্ন ভবেৎ সাবয়বত্বহেতুতঃ ॥ ২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

এই জগতে ভাবুক পুরুষ অনেক আছেন, এবং বহু পণ্ডিতও আছেন, কিন্তু সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি * বেবল এই মহাত্মাতেই দৃষ্ট হইয়াছে॥ ২৭ ॥

সেই মহাত্মা নিভৃত স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক দিবানিশি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া সম্যক্‌রূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, এই জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ বাস্তবিকই এ জগৎ অলীক॥ ২৮॥

উক্ত বিচারের প্রকার এইরূপ যে, যদি জগৎ নিত্য হয়,

---

* সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্যবস্তু বিভেদকরণক্ষমা বুদ্ধি, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য, ইত্যাকার বস্তু বিবেচিকা বুদ্ধি।

অথ জাতমিদং বিভাব্যতে
সত উৎপত্তিমবৈষি বাসতঃ ।
উভয়স্য ন চাস্তি সম্ভবো
চিতি বা খভ্রজি বাপি বাধতে ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ।

তাহা হইলে উৎপত্তিও নাশযুক্ত প্রত্যক্ষ কেন হয়। * যদিও ঘটপটাদি ক্ষুদ্র পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু পৃথিব্যাদি মহাভূতের উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখা যায় না, তথাপি সাবয়বত্ব হেতুতে (অর্থাৎ যাহার যাহার অবয়ব আছে, তাহার তাহার ধ্বংসও আছে, এই কারণে) পৃথিব্যাদি মহাভূতের উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত কেন হইবে না ? ॥ ২৯ ॥

যদি এই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, প্রশ্ন হইতেছে যে, সৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, কি অসৎ হইতে ? অর্থাৎ সাঙ্খ্যশাস্ত্রানুযায়ী † জগতের উৎপত্তি

---

* উৎপত্তি ও নাশবিহীন পদার্থকে নিত্য কহা যায়, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ দেখা যায় তাহা অনিত্য।

† সাঙ্খ্যের মত এই যে, সমস্ত কার্য্যই আপন আপন কারণে লীন হইয়া থাকে এবং ব্যাপারবিশেষ দ্বারা প্রকাশ পায় ; যেমন তিল হইতে তৈল হয়। তৈল নূতন কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় না, তিলেতে বিদ্যমান ছিল, ব্যাপার বিশেষ অর্থাৎ পীড্যমান হইয়া তৈল প্রকাশ পাইল। ন্যায়শাস্ত্রের মত এই যে, তিল হইতে তৈল নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইল, অর্থাৎ প্রথমে কার্য্য থাকে না, কারণ ব্যাপারানন্তর উৎপন্ন হয়।

কথমস্তি চ কারণার্থনা
যদি ভূতেঃ পুরতোঽপি সম্ভবেৎ।
নহি ভালবিশালদৃগ্ঘরঃ
স্বললাটে নয়নং বিধিৎসতি ॥ ৩১ ॥

অথ চেৎ সদপি প্রকাশিতং
করণৈঃ কর্ত্তুমিহেহতে জনঃ।
নিয়মাৎসতি জন্মতোঽস্তি তৎ
কথমাবির্ভবনন্ন সম্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

অস্যার্থঃ।

মানিতেছ, কি ন্যায়শাস্ত্রানুসারে মানিতেছ? উভয়ের মত মানা সম্ভব নহে। কেননা যে বস্তু চিরন্তনই সৎ, যেমন ব্রহ্ম, তাহার উৎপত্তি বাধিত আছে, এবং যে বস্তু সর্ব্বদাই অসৎ, যেমন আকাশকুসুম, তাহারও উৎপত্তি বাধিত ॥ ৩০ ॥

সৎকার্য্য বাদে ইহাও প্রষ্টব্য আছে যে, যদি কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ থাকে, তাহা হইলে কার্য্যার্থী লোক সকল কারণের ইচ্ছা কেন করে? কেননা যে বস্তু প্রথমাবধিই আছে, তাহার উৎপত্তির জন্য কেহই যত্ন করে না, যেমন ভালস্থলে বিশাল-নেত্রযুক্ত শিব, স্বীয় ললাটে নেত্রবিধানের কখনই ইচ্ছা করি-তেন না ॥ ৩১ ॥

যদি বলেন যে, কার্য্যের প্রথমে সৎ আছে, তাহাকে (সৎকে) কারণে লীন হইয়া থাকিতে হয়, এবং প্রকাশিত করিবার জন্য

অসতোঽপি তথা বিচারণে
নচ সুস্থা ভবিতা জনিক্রিয়া।
বদ দণ্ডমৃদাদিতঃ কুতো
ঘট উৎপদ্যত এব নো পটঃ॥ ৩৩॥

অস্যার্থঃ।

যত্ন করা হইয়া থাকে। যেমন দধিতে ঘৃত আছে, তথাপি তাহা নিষ্কাশন জন্য ব্যাপার বিশেষ করিতে হয়। এরূপও বলিতে পারেন না; কেননা, আপনার মতেই অসৎ কোনও বস্তু নাই, সুতরাং ঐ সতের প্রকাশেরও পূর্ব্বাবধি সৎ হওয়া উচিত। যদি ঐ সতের প্রকাশের বিকাশ করিবার জন্য ব্যাপার করা হয়, এরূপ বলেন, তাহা হইলেও ঐরূপ আশঙ্কা হইবে। কেননা দ্বিতীয় প্রকাশেরও সৎ হওয়া আবশ্যক। এই প্রকারে অনন্ত প্রকাশের প্রবেশ করিবেন। কিন্তু উক্ত শঙ্কা বিদূরিতা হইবে না, কেবল অনবস্থা দোষ ঘটিবে॥ ৩২ ॥

এইরূপে অসতের উৎপত্তি মানিলে ও বিচার করিলে, জগদুৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। কেননা, উক্ত (৩২ শ্লোকের) দোষাপেক্ষা অধিক দোষ ইহাতে ঘটিবে। যদি অসৎই উৎপন্ন হয়, এরূপ মানা যায়, তাহা হইলে দণ্ড ও মৃত্তিকাদি দ্বারা ঘট উৎপন্ন হয়, পট কেন হয় না? কেননা দণ্ড ও মৃত্তিকাদি কারণে ঘটও নাই পটও নাই, অর্থাৎ উভয়েরই অসদ্ভাব। এবং ইহাও কহিতে পারেন না যে, যাহা মৃত্তিকাতে ছিল, তাহা উৎপন্ন হইল। কেননা আপনার মতে কিছুই ছিল না॥ ৩৩ ॥

যদি শক্তিবিশেষ ইষ্যতে
স চ কার্য্যেণ বিশেষ্যতে ন বা।
প্রথমে ত্বসতা কথন্তথা
চরমে তেন কথং ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি চিন্তিতমেব সূরিভিঃ
প্রথমাচার্য্যবরৈরনেকধা।
ন কথঞ্চন যুক্তিসিদ্ধতা
জগদুৎপত্তিগতাবতিষ্ঠতে ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ।

যদি বলেন, কারণেতেই শক্তিবিশেষ থাকে এবং সেই অনুসারেই কার্য্য উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ মৃত্তিকাদি কারণে ঘটের উৎপাদন করিবার শক্তি আছে; পটের নাই, এই জন্যই পট হয় না। তাহা হইলে এখন বিচার্য্য যে, ঐ শক্তির ঐ কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাহা হইলে, অসতের সহিত সতের সম্বন্ধ মানিতে হইল; তাহা কখনই সম্ভব নহে। এবং সম্বন্ধ পদার্থ এইরূপ যে, আপনার দুই সম্বন্ধীয় ব্যতিরেকে স্বয়ং থাকিতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

এই বাক্য বাচস্পতিমিশ্র আদি প্রাচীন আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বহু প্রকারে আলোচিত ও অনুশীলিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কোনরূপেই জগতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। এবং এ দোষ (৩৪ শ্লোক দেখ) অনির্ব্বচনীয়তা-

কণভক্ষমতং যদীক্ষ্যতে
ন বিচারং সহতে তদণ্বপি।
পরমাণুময়ং হি কারণং
জগতো ব্যক্তি ন চাস্য সম্ভবঃ ॥ ৩৬ ॥

রহিতোঽবয়বৈঃ স ইষ্যতে
সতি যোগে চ তয়োঃ শিবেচ্ছয়া।
দ্ব্যণুকক্রমতো জগদ্ভবে-
দিতি কাণাদমতং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থঃ।

বাদ ভিন্ন সৃষ্টি বিষয়ে সমস্ত মতের উপর আছে। কেন না, যে সৃষ্টি নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইবে, তাহাকে হয় সৎকার্য্যবাদ, (সৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।) না হয়, অসৎ কার্য্য-বাদ (অসৎ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে) এই দুই পক্ষের এক পক্ষ অবশ্য মানিতে হইবে। এখন, এক এক শাস্ত্রের মত পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া দেখিলে, সৃষ্টির অর্থাৎ জগদুৎপত্তির আরও অনুপপত্তি দৃষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

যেমন কণাদ ঋষির মত, অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শনে দেখা যায় যে, যদ্যপি উহা যুক্তিপ্রধান শাস্ত্র, তথাপি ঐ চরম যুক্তির অণুমাত্রও সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। কারণ, বৈশেষিকের মতে পরমাণুই জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে; কিন্তু তাহার সম্ভব নাই ॥ ৩৬ ॥

কেন না, কণাদ ঋষির মতে, পৃথ্বী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই

পরমত্র বিচার্য্যতামিদং
পরমাণাবণুকান্তরস্য যৎ।
মিলিতং সকলাশ্রয়েঽস্তি কি-
স্তদুতৈকাংশগতং সমিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥

যদি পূর্ব্বমুদীরিতম্মতং
কিমু লীনং ন পরস্পরস্তয়োঃ।
অণুতাং ন বিমোক্ষ্যতে জগ-
ন্মনসেদং নিপুণং নিরীক্ষ্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ।

পদার্থচতুষ্টয়ের আদি কারণ চারি প্রকার পরমাণু আছে; এই পরমাণু সকল নিরবয়ব অর্থাৎ অবয়ববিহীন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুদ্বয়ের একত্র সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়; অনন্তর ত্রসরেণু; ক্রমে ক্রমে এইরূপে পৃথিবী আদি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মহর্ষি কণাদের এই মত ॥ ৩৭ ॥

এ স্থলে ইহা বিচার্য্য যে, এক পরমাণুর যে অন্য পরমাণুর সহিত সংযোগ হয়, তাহা সর্ব্বাংশে হয়, কিংবা একাংশে? ॥ ৩৮ ॥

যদি প্রথম পক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সংযোগ হয়, এরূপ মানা যায়, তাহা হইলে এক পরমাণুতে দ্বিতীয় পরমাণু লীন কেন হয় না? আর এক পরমাণুতে দ্বিতীয় পরমাণু লয় পাইলে, জগৎ পরমাণু হইতে বড় কোনরূপেই হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ এতদ্বিষয় ভালরূপে মনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন ॥ ৩৯ ॥

অথ চেদপরম্মতং বদেঃ
ক্ব গতা সাংশবিহীনতাস্য তে।
ইয়মেব চ দোষভাবনা-
বয়বেষ্বপ্যণুতা কৃতা ব্রজেৎ॥ ৪০॥
যদি সোঽপ্যপরাংশযুগ্ভবে-
দনবস্থা বিপুলা তদা গতা।
বিনিবারয়িতা কথন্তবান্
সমতাম্মেরুকনীনিকাংশয়োঃ॥ ৪১॥

অস্যার্থঃ।

সর্ব্বাংশে সংযোগপক্ষের দোষ, পূর্ব্ব শ্লোকে দর্শিত হইয়াছে; এখন যদি অপর পক্ষ অর্থাৎ কিঞ্চিদংশে সংযোগ হয়, এরূপ স্বীকার করেন; তাহা হইলে প্রথমে মানিত পরমাণুর নিরবয়বত্ব কোথায় গেল? (৩৭ শ্লোক দেখ)। যদি পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া মানেন, তাহা হইলে এক ত স্বসিদ্ধান্ত ভঙ্গ দোষ হইল, এবং উহাদিগের অবয়বের পরস্পরসংযোগে সেই দোষই রহিয়া গেল॥ ৪০॥

যদি পরমাণুর অবয়ব, সাবয়ব বলিয়া মানেন, তাহা হইলে কোন স্থলে এ সাবয়বতা আপনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, সে সময় উক্ত দোষ আবার থাকিয়া যাইবে। আর সাবয়বতা পরিত্যাগ না করিলেও অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। এবং সুমেরুও

ইতি নাবসরো গিরামিহ
প্রভবেৎ কিন্ত্বভিমানমাত্রতঃ।
বিবদিষ্যত এব চেত্তথা
রুচিভাষস্য বশা নিজা হি বাক্ ॥ ৪২ ॥

চরণাক্ষমতেঽপি তাদৃশং
ন নিবৃত্তা বচনীয়তাস্তি সা।
স হি বস্তুবিচারণে কৃতে
কচিদেবাস্তি কণাদতোঽন্যথা ॥ ৪৩ ॥

কলয়া গণিতানবুবুধৎ
স পদার্থান্ কণভুক্ চ সপ্ত তান্।

অস্যার্থঃ।

কনীনিকার সমতা প্রাপ্ত হইবে, কেন না দুই বস্তুতেই অনন্ত অবয়ব আছে। বাস্তবিক সুমেরু বড় ও কনীনিকা ছোট হওয়া আবশ্যক ॥ ৪১ ॥

এ বিষয়ে কিছু বলিবার অবসর নাই; কেবল অভিমান বশতঃ যদি বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে করুন, কেন না, আপনার বাক্য ত আপনার বশেই আছে ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ গৌতমের মতেও এ দোষ নিবৃত্তি হয় নাই; কারণ, তৎকৃত বস্তুবিচারে স্থানে স্থানে কণাদ ঋষির মত হইতে গৌতমের মতের প্রভেদ আছে ॥ ৪৩ ॥

পদদৃক্ তু কথাঙ্গসংগ্রহং
কুরুতে ন্যস্ত লঘুত্বলালসঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ কাপিলমপ্যবেক্ষ্যতে
মতমত্রাস্তি সতঃ কৃতিস্তু যা।
পুরতো মথিতৈব সাত্বিহা-
পরমপ্যস্তি বিবক্ষিতম্বিদাম্ ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থঃ।

মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এবং কণাদ ঋষি সপ্ত পদার্থ মানিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, গৌতম ঋষি, বাদ জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটি কথার অঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ দেখাইয়াছেন, যাহাতে নাস্তিকদিগের সঙ্গে বিচার করিতে তত্ত্বনির্ণয় জয় পরাজয় ইত্যাদির অব্যবস্থা না হয়, এবং কথাটি সংশোধিত না হইলে নাস্তিকগণ অন্যায় পূর্ব্বক কোলাহল করিয়া আপনার বিজয় স্থির করিয়া লয়, এই জন্য গৌতম ঋষি বহু যত্ন পূর্ব্বক কথাটি সংশোধন করিয়াছেন। এবং কণাদ ঋষি ঐ পদার্থগুলি সংক্ষেপে বর্ণন করিবার ইচ্ছায় লঘু উপায়ে লিখিয়াছেন। অর্থাৎ, গৌতম ঋষির মানিত সমস্ত পদার্থগুলিই কণাদ ঋষির সপ্ত পদার্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

এখন মহর্ষি কপিলের সাঙ্খ্যদর্শন শাস্ত্রের মত সমালোচনা করিতেছি। এই মতের সৎকার্য্যবাদের যে সিদ্ধান্ত, তাহা পূর্ব্বেই (৩১ শ্লোক দেখ) খণ্ডন করিয়াছি; অবশিষ্ট ভাগ বিবক্ষিত রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

জগতঃ কিল কারণম্পরং
প্রকৃতিঃ সত্ত্বরজস্তমোময়ী।
অনপেক্ষ্য চিতোহস্তরাশয়ং
মতমেতৎ কপিলস্য সম্মতং ॥ ৪৬ ॥

বিদুষা স্বধিয়া নিরীক্ষ্যতাং
জড়মাত্রং মতিমন্মহীপবৎ।
কমলোদ্ভববচ্চ পালয়ে-
দ্বিদধীতাপ্যখিলাঃ প্রজা ইমাঃ ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ।

মহর্ষি কপিলের মত * এই যে, চৈতন্যকে অনপেক্ষা করিয়া (অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া) সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের প্রধান কারণ, অর্থাৎ তাহা হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

এই স্থলে বিদ্বান্ লোকের স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা দেখা কর্ত্তব্য যে, জড়মাত্র প্রকৃতি, † বুদ্ধিমান্ মহারাজের ন্যায় সমস্ত প্রজাকে পালন ও কমলোদ্ভব (ব্রহ্মা) সদৃশ সৃজন করিবেন, এ বাক্য কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন? ॥ ৪৭ ॥

---

* প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি। সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

† পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ। সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

যদবোচদয়ং পয়োজনি-
র্জড়তোঽপ্যস্তি শিশোর্বিবৃদ্ধয়ে।
কথমাস্তিকতা সহেত তৎ
পরমেশো হি ততোঽববুধ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অনয়ৈব দিশা স যোগবিৎ
প্রকৃতেরাশ্রয়ণাৎ পৃথক্কৃতঃ।
পরমেশ্বরদর্শনক্রিয়া-
কথনাৎ কিন্তু সমাদৃতোঽপ্যভুৎ ॥ ৪৯ ॥

অস্যার্থঃ।

জড় যে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যেমন, গোরু প্রত্যহই তৃণ খায়, কিন্তু সকল সময়ই ঐ তৃণ দুগ্ধে পরিণত হয় না; যে সময়ে বৎস হয়, সেই কালে ঐ বৎসের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য ঐ তৃণ দুগ্ধে পরিণত হয়। কিন্তু আস্তিক মনুষ্য কিরূপে এ বাক্য সহ্য করিবেন? তিনি এই সমস্ত কারণে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব আরও দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবেন ॥ ৪৮ ॥

এই প্রকারে যোগশাস্ত্রের আচার্য্য পতঞ্জলির সিদ্ধান্তও সৃষ্টি বিষয়ে মানিবার উপযুক্ত নহে, কেন না তিনিও প্রকৃতিকে *

---

* সাঙ্খ্যদর্শনে যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ দুই স্বীকার করিয়াছেন, পতঞ্জলিও এ দুই ত স্বীকার করিয়াছেন, অধিকন্তু ঈশ্বরকেও স্বীকার করিয়াছেন। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। পাতঞ্জল ১ অং ২৪ শ্লোক।

শ্রুতিবাক্যবিচারণায় যদ্
রচিতং জৈমিনিনা তু দর্শনং।
বচসঃ পরতাবধারণে
ক্ষমতে তন্নতু সৃষ্টিধীজনৌ ॥ ৫০ ॥

অবদচ্চ যদেষ ন ক্রিয়া-
ব্যতিরিক্তার্থকতা শ্রুতেরিতি।
ফলবৎ প্রতিপাদিনাদিতঃ
শ্রুতিমূর্দ্ধজ্ঞবরৈরখণ্ডি তৎ ॥ ৫১ ॥

অস্যার্থঃ।

স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু পরমেশ্বর দর্শনোপায় সমাধির নিরূপণ করায় তাঁহার (পতঞ্জলির) সমাদরও হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

বেদবাক্য বিচার করিবার নিমিত্ত, ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসাদর্শন রচনা করেন; কিন্তু তাহা বেদবাক্যের তাৎপর্য্য মাত্র জ্ঞাত করায়, স্বতন্ত্র হইয়া সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, তদ্বিষয়ে কিছুই বলিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০ ॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" এই সূত্রে লিখিত আছে যে, কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন বেদের আর কুত্রাপি অভিপ্রায় নাই, এই বাক্য শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ মহাশয়গণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে খণ্ডিত হইয়াছে; তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের আশয় বিকাশ হইতে পারে না, কেন না ব্রহ্মজ্ঞানের যদি কোন ফলই না হয়, তাহা হইলে, ঐ

ইতি সুক্ষ্মনিরীক্ষণে কৃতে
নহি কস্যাপি জগন্নিরূপণা।
মনসো হরণক্ষমা ভবে-
দপি যত্নো বহুধা বিধীয়তাম্॥ ৫২ ॥

ইতি বেদবচাংস্যনেকধা
কথয়ন্ত্যত্র সদেকবস্তুতাম্।
পশুদৃষ্টিবদেব কল্পিতা
স্বপরস্মিন্নিহ ভেদভাবনা॥ ৫৩ ॥

অস্যার্থঃ।

বাক্যগুলিকে আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞানের সমান মহাসুখপ্রদ অন্য কোনও পদার্থই নাই যে, তদ্দারা অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্মজন্য ক্লেশ নষ্ট হইতে পারে, তখন উপনিষদ্বাক্যগুলিকে বহু ক্লেশ পূর্ব্বক টানিয়া কর্ম্মকাণ্ডে কেন তাহার তাৎপর্য্যে আনা যাইবে ? ॥ ৫১ ॥

এই প্রকারে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, কোনও শাস্ত্রকারেরই জগন্নিরূপণ মনোহর নহে, তিনি এ বিষয়ে যতই যত্ন করুন না কেন॥ ৫২ ॥

এই কারণে উপনিষৎসমূহের বাক্যের তাৎপর্য্য যখন কর্ম্মে খাটে না (ঠিক হয় না), তখন সে সমস্ত বাক্যের এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক বস্তু আছে, এবং আপন ও পর বলিয়া যে ভেদ দৃষ্টি, তাহা পশুদৃষ্টির ন্যায় অজ্ঞানের কল্পিত॥৫৩॥

ইতি যুক্তিবলেন সিদ্ধ্যতি
জগতঃ স্বপ্নসদৃক্ষতাবিদাম্ ।
রজতাদিহ দোষযোগতঃ
কিমুনালীকমবেক্ষিতম্বহু ॥ ৫৪ ॥

সকলং জগদস্তি কল্পিত-
ঞ্চিদধিষ্ঠানমবাপ্য শাশ্বতম্ ।
চিদবোধত এব কেবল-
ঞ্চিত আপ্তৌ তু ন কিঞ্চনাপ্যদঃ ॥ ৫৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

উক্ত বিচারে পণ্ডিতদিগের স্বপ্নরূপতা যুক্তি দ্বারা জগৎ সিদ্ধ হয়। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দোষের বহুলতা প্রযুক্ত, শুক্তি ও রজ্জু আদি পদার্থে রজত ও সর্পাদির ভ্রান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপ নিত্য অধিষ্ঠানে কল্পিত আছে, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, জগৎ যে কিছুই নয়, তাহা নিশ্চিত হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম রজ্জুজ্ঞান হইলে আর থাকে না, তদ্রূপ সদ্বস্তুর (অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপের) জ্ঞান হইলে, অসদ্বস্তু (জগৎ) আর দৃষ্ট হয় না ॥ ৫৫ ॥

প্রথমভ্রমজাত্র সংস্কৃতি-
শ্চরমভ্রান্তিসহায়তামিতা।
প্রথমেঽপি ততোঽপি পূর্ব্বজা-
স্মৃতিসদ্ব্যক্তমুপাগতা তথা ॥ ৫৬ ॥
সময়স্য ন কোঽপি বিদ্যতে
প্রথমো বাপ্যথ বাস্তিমোঽবধিঃ।
ক্ব ভবোঽস্তি পুরাবলোকিতঃ
সুসমাধানমিদন্ততো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

অস্যার্থঃ।

এই স্থলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থেরই ভ্রান্তি হইয়া থাকে, যাহা কখনও দেখা যায় না, এরূপ পদার্থের পদার্থান্তরে ভ্রান্তি হয় না। কিন্তু আপনি বলিতেছেন যে, জগৎ কল্পনাময় অর্থাৎ ভ্রান্তিমাত্র; এ ভ্রান্তি কিরূপে হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্ব কল্পের ভ্রম দ্বারা উত্তর কল্পের ভ্রম হয়, এবং তাহার পূর্ব্ব কল্পের ভ্রম দ্বারা তৎকল্পের ভ্রম হয়, এই প্রকারে যত ভ্রম, সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৫৪ ॥

যদি বলেন, যে, সকলের প্রথম ভ্রমের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহার উত্তর এই যে, যেমন, কালের এরূপ কোনও অবধি নাই যে কত দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং কত দিনে অস্ত (শেষ) হইবে; তদ্রূপ, এমন কোন ভ্রম নাই, যাহাকে প্রথম

পরিহৃত্য হৃদোঽতিচাপলং
চিরকালং সুবিভাবনে কৃতে।
বিমলাশয়যুগ্বিভাবয়ে-
মৃগতৃষ্ণাবদিমান্তবার্থনাম্ ॥ ৫৮ ॥

পরমেশ্বরশক্তিতোঽপি বা
কথমপ্যেতদবস্তু বস্তু বা।
প্রতিভাতি তথাপি নোচিতা
বিদুষামত্র নিতান্তলীনতা ॥ ৫৯ ॥

অনিশং বহুযত্নসাধনৈঃ
পরিতঃ পান্তি কলেবরঞ্জনাঃ।

অস্যার্থঃ।

ভ্রমসংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে কোনই দোষ হয় না ॥ ৫৭ ॥

মনুষ্যগণ যদি হৃদয়ের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল বিচার করিয়া নির্ম্মলাশয় দ্বারা দেখ, তাহা হইলে সাংসারিক পদার্থে ইচ্ছা কেবল মৃগতৃষ্ণার ন্যায় প্রকাশ পাইবে ॥ ৫৮ ॥

যদি এরূপ বলা যায় যে জগৎ সত্য তাহা মিথ্যা বলিয়া কেহই নিশ্চয় করিতে পারেন না; কেবল পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারায় কোনরূপ ভাসমান প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধিমানের ইহাতে (এ জগতে) অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে ॥ ৫৯ ॥

তদপি স্ববশে ন তিষ্ঠতি
ক্রিমিবান্যৎ স্বমনোঽনুবর্ত্ততাম্ ॥ ৬০ ॥
পরিপশ্যত এব শৈশবং
যুবতাপ্যস্তমুপৈতি দেহিনাম্।
সততোন্মিষিতৈর্ম্মনোরথৈ-
র্ন তু জানন্তি জরাং সমাগতাম্ ॥ ৬১ ॥
নিখিলা অপি তে মনোরথা
হৃদি কোলাহলমেব কুর্ব্বতে।
বিষয়ৈস্তু নিজৈঃ সমাগমং
ন লভন্তেঽব্দশতেঽপ্যহো গতে ॥ ৬২ ॥

অস্যার্থঃ।

কেননা মনুষ্যগণ নিরন্তর নানা প্রকার উপায় দ্বারা শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তথাপি সেই শরীর যখন আপনার বশে থাকে না, তখন অন্য কোন বস্তু আর আপনার স্বীয় চিত্ত অনুসারে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যখন এত উপায়ে রক্ষিত শরীর নিজের বশে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তখন অন্য বস্তু যে চিত্তানুযায়ী হইবে না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৬০ ॥

প্রাণীদিগের দেখিতে দেখিতে বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থা অতীত হইয়া যায়, কিন্তু তখনও তাহারা সর্ব্বদা উৎপদ্যমান মনোরথ দ্বারা উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থা জানিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

সেই নিখিল মনোরথ (৬১ শ্লোক দেখ) মনে মনেই রহিয়া

নয়নোরুপয়োধরাহ্বয়ান্
অপি চর্ম্মাবৃতমাংসপিণ্ডকান্।
অবলোক্য বিমোহিতাশয়া
জহতীহাখিলভদ্রমাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥

লব্ধাপি দৈবাদ্বিষয়োপভোগং
চিরাত্মনঃ কোটরসম্প্রবিষ্টম্।
তৃষ্ণাপিশাচীপরিভূতচিত্তাঃ
সন্তোষমন্তেঽপি ন বিভ্রতেঽমী ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ।

যায়, কিন্তু শত বর্ষ অতীত হইলেও মনুষ্যগণ নিজের বিষয়ের দ্বারা তাহার সমাগম লাভ হয় না, অর্থাৎ মনের বাসনা মনেই রহিয়া যায়, শত বর্ষেও তাহা পূর্ণ হয় না ॥ ৬২ ॥

মনুষ্যগণের নেত্র, জঘন, স্তনসংজ্ঞক চর্ম্ম দ্বারা আবৃত মাংস-পিণ্ড অবলোকন করতঃ মোহিত হইয়া আপনার সমস্ত কল্যাণ ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

দৈবাৎ (অদৃষ্ট বশতঃ) সুদীর্ঘ কাল হৃদয়ে প্রবিষ্ট বিষয়ের উপভোগ প্রাপ্ত হইলেও, তৃষ্ণারূপা পিশাচী কর্ত্তৃক ব্যাকুলিতান্তঃকরণ হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও লোকে সন্তোষ প্রকাশ করে না ॥ ৬৪ ॥

গীতং পুরা সাধু যযাতিনাত্র
ন জাতু কামো বিষয়ানুষঙ্গাৎ।
শমং ব্রজেৎ প্রত্যুত যাতি বৃদ্ধিং
হবিঃ প্রপন্নেব হবির্ভুগিদ্ধঃ ॥ ৬৫ ॥

জরাসমুদ্ভৎকফঘুর্ঘুরস্বরা
দারিদ্র্যদাবানলদগ্ধবাঞ্ছিতাঃ।
বিমর্দ্দিতাশ্চাপি নৃপারিতস্করৈঃ
স্মরন্তি নারীকিলকিঞ্চিতান্যহো ॥ ৬৬ ॥

অস্যার্থঃ।

এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে মহারাজ যযাতি অতি উত্তম কহিয়াছেন, যে, বিষয়ের উপভোগ * দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না, বরঞ্চ প্রজ্বলিত অগ্নিতে হব্য প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ॥ ৬৫ ॥

বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় কফ কর্ত্তৃক ঘুর্ঘুর স্বর হইয়া গিয়াছে, দারিদ্র্যরূপ দাবাগ্নি দ্বারা বাঞ্ছিত বিষয়ও দগ্ধ হইয়াছে, এবং রাজারূপ শত্রু ও তস্করাদি কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত অর্থাৎ নিষ্পীড়িত হইতেছে, কিন্তু হায়! তথাপি লোকেরা রমণীর বিলাস স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

---

* ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
মহাভারতে যযাতিবাক্যম।

আসিন্ধুভূমীবলয়াধিপত্যং
লোকত্রয়োল্লাসিনতভ্রুবো বা।
যদ্বা বিধাতুঃ সকলাপি সৃষ্টি-
র্নৈকস্য পুংসোঽপি বিতৃপ্তয়ে স্যুঃ॥ ৬৭॥

অনন্তকোটীর্জনুষাং সহস্র-
ক্লেশাবলীব্যাকুলিতা ব্যতীত্য।
কথঞ্চিদাসাদ্য মনুষ্যজন্ম-
শ্রমাৎ পুনঃ সংসৃতিমর্জয়ন্তি॥ ৬৮॥

দিনে দিনে কালফণী প্রকোপং
কুর্ব্বন্ সমাগচ্ছতি সন্নিধানম্।

অস্যার্থঃ।

সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ও ত্রিভুবনের কামিনী, অথবা বিধাতার সমুদায় সৃষ্টবস্তু, একজন পুরুষেরও ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ, তৃষ্ণার কোনরূপে পূর্ণতৃপ্তি হয় না॥ ৬৭॥

সহস্র ক্লেশাবলী কর্তৃক ব্যাকুল হইয়া অনন্তকোটি জন্ম ব্যতীত করতঃ কোন প্রকারে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া (এ জন্ম-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া) পুনশ্চ মানবগণ শ্রম-পূর্ব্বক জন্মপরম্পরাই উপার্জ্জন করিতেছে॥ ৬৮॥

নিপীতমোহাসবজাতমাদো
ন ভীতিমায়াতি কদাপি কোঽপি ॥ ৬৯ ॥

প্রতিপ্রভাতং পশুবিত্তপুত্র-
কলত্রচিন্তাব্যথিতান্তরালাঃ।
আস্বাপকালং পরিতো ভ্রমন্তো-
ঽমোঘং বয়ঃ সংক্ষপয়ন্ত্যশেষম্ ॥ ৭০ ॥

প্রায়ঃ প্রয়াণাবসরাববোধঃ
সুদঃশকঃ সংবৃতচেতনানাম্।
কথঞ্চিদাপ্যায়িতমীশ্বরন্ন
স্মরন্তি কিন্তু স্মরকাঙ্ক্ষিতানি ॥ ৭১ ॥

অস্যার্থঃ।

কালরূপী সর্প অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন সন্নিকটে আসিতেছে, তথাপি, (তাহা দেখিয়াও) মোহরূপ মদিরাপান-জনিত মত্ত ব্যক্তি কখনও ভয় করে না॥ ৬৯ ॥

মনুষ্যগণ প্রতি দিবস প্রাতঃকাল হইতে পশু, বিত্ত, পুত্র-কলত্রের চিন্তায় ব্যথিতান্তঃকরণ হইয়া, শয়নকাল পর্য্যন্ত ঐ চিন্তায় ভ্রমণ করতঃ, সমস্ত আয়ু ব্যর্থ ক্ষয় করে॥ ৭০ ॥

ইদানীন্তন লোকদিগের সম্যক্‌রূপে আবৃতচিত্ত হওয়ায় প্রায় (অন্তকালের) জ্ঞান হওয়া সুকঠিন। কদাচিৎ যদি স্বপ্নবিশেষে বা রোগবিশেষে অন্তকালের জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরকে

তস্মাদ্বৃথা ভবতু মা দ্বিজদেহলাভো-
দ্যোগঃ কৃতোঽন্যজনুষীতি বিহায় সর্ব্বম্।
গেহাদিকং সপদি দুঃখদবানলার্চ্চিঃ-
শান্তিপ্রদেশচরণাম্বুজমাশ্রয়েয়ম্ ॥ ৭২ ॥

ইত্থং বিচিন্ত্য পরমাত্মনিষণ্ণবৃত্তিঃ
সঙ্কল্পকল্পনমশেষমপোহ্য দূরম্।
হেলাম্বধাবখিলকর্ম্মবিপাকভেদ-
শ্রেণীনিবদ্ধসুতবিত্তকলত্রবর্গে ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

স্মরণ করে না; কিন্তু কামের আকাঙ্ক্ষিত * বিষয়েরই স্মরণ করে ॥ ৭১ ॥

সেই কারণে আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ শরীর লাভের পরিশ্রম ব্যর্থ না হয়, এই জন্য, অতি সত্বর গৃহাদি সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া, এই দুঃখরূপ দাবাগ্নির জ্বালা শান্তকরণক্ষম ঈশ্বরের চরণকমল আশ্রয় করাই আমার উচিত ॥ ৭২ ॥

এইরূপ বিবেচনা করিয়া, পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তি স্থাপনপূর্ব্বক

---

* চন্দ্রশ্চন্দনধামধবলারাত্রো দ্বিরেফাবলী
ঝঙ্কারোন্মুখরা বিলাসবিপিনো পান্থা বসন্তোৎসবাঃ।
মন্দ্রধ্বানঘনোদয়াশ্চ দিবসা মন্দাঃ কদম্বানিলাঃ
শৃঙ্গারপ্রমুখাশ্চ কামসুহৃদো নার্য্যাং জিতায়াং জিতাঃ ॥
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক। আঃ ৪ শ্লোঃ ১৩।

বিহায় তস্মিন্ সময়েঽখিলস্ত-
দ্বিনির্গতঃ প্রত্যগুপেতচেতাঃ ।
যদৃচ্ছয়ৈবোজ্জয়িনীঞ্জগাম
পুরীম্মহাকালমহেশ্বরস্য ॥ ৭৪ ॥

কিঞ্চিৎ কালং হৃৎসরোজান্তরস্থং
ধ্যায়ন্নীশং শান্তচিত্তঃ স তত্র ।
গ্রন্থাংস্তাংস্তান্ যোগবীথীপ্রকাশান্
সাধ্বভ্যাস্যৎ প্রাপ্তবোধো চিতীকান্ ॥ ৭৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

অশেষ সঙ্কল্পে কল্পনাকে দূরে পরিত্যাগ করতঃ, নানাবিধ পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মের পরিণাম মালায় গ্রথিতবৎ সুত, বিত্ত, কলত্র-বর্গে অনাদরবুদ্ধি ধারণ করিলেন ; অর্থাৎ ধন পুত্র স্ত্রী প্রভৃতিতে মমতা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

সেই সময়ে সমস্ত বিষয়-লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যদৃচ্ছা বশতঃ মহাকালেশ্বর শিবের পুরী উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিলেন ॥ ৭৪ ॥

তিনি তথায় কিঞ্চিৎ কাল স্থিরচিত্তে হৃদয়কমলান্তরস্থিত জগদীশ্বরের ধ্যান করতঃ, যোগমার্গপ্রকাশক গ্রন্থ সমূহের মর্ম্মাবগতি আবশ্যকবোধে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিশেষরূপে অভ্যাস করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তরং দ্বারবতীমগচ্ছদ্
যা গোপবেশস্থ হরের্ব্বভুব।
বৈকুণ্ঠগোলোকযুগাধিরাজৎ-
স্তম্ভোল্লসদ্গোপুররাজধানী ॥ ৭৬ ॥

তীর্থোচিতস্তত্র বিধায় কার্য্য-
জাতং পুনর্গুর্জ্জরমালবাদীন্।
দেশানটন্ তত্তদুপেতপুণ্য-
ক্ষেত্রং যথাশাস্ত্রমশিশ্রয়ৎ সঃ ॥ ৭৭ ॥

বেদান্তাভ্যাসমাতন্বন্তীর্থযাত্রান্দধত্তথা।
মূর্ত্তঃ সমুচ্চয় ইব বভৌ স জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৭৮ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর তিনি বৈকুণ্ঠ ও গোলোক, এই দুই পুরদ্বারের স্তম্ভ-স্বরূপ গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাবতী নাম্নী রাজধানীতে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

তথায় তীর্থোচিত কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া, গুর্জ্জর (গুজরাট) ও মালব (মালবা) দেশে বিচরণ করিতে করিতে পথি, মধ্যে যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন, তাহারও বিধিমত সৎকার করিলেন ॥ ৭৭ ॥

বেদান্ত অভ্যাসে নিরত হইয়া তীর্থযাত্রা করিতে করিতে সেই মহাত্মা জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্রীভূত মূর্ত্তির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥

অথায়মাগাৎ পুনরেব পুণ্যাং
পুরীম্মহাকালসমাশ্রিতাস্তাম্।
বিচারনির্দ্ধূততমোরজস্ক-
স্তুর্য্যাশ্রমন্ধারয়িতুং তদৈচ্ছৎ ॥ ৭৯ ॥

বভুব পূর্ব্বন্নিগমব্রতাঢ্য-
স্ততো গৃহস্থাশ্রমমপ্যধার্ষীৎ।
তীর্থাশ্রয়াজ্জাতবনস্থকৃত্যো-
হজানাৎ স কালং হ্যনুরূপমস্য ॥ ৮০ ॥

অস্যার্থঃ।

অনন্তর, পুনর্ব্বার মহাকালেশ্বরের পুরী সেই উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিলেন; এবং দীর্ঘকাল বিচার দ্বারা তমঃ ও রজোগুণ হইতে নির্ধূত হইয়া, শুদ্ধ সত্ত্বময় সেই মহাত্মা তখন সন্ন্যাসধারণের ইচ্ছা করিলেন॥ ৭৯ ॥

এই মহাত্মা পূর্ব্বে বেদাধ্যয়নকালে ব্রহ্মচর্য্য সেবন করিয়া গৃহস্থ হইয়াছিলেন; পরে এইরূপ তীর্থাদি পর্য্যটনশ্রমাদি দ্বারা বানপ্রস্থকৃত্য সেবন করা হইল; সুতরাং তিনি জানিলেন যে, সন্ন্যাস ধারণ করিবার এই উপযুক্ত সময়॥ ৮০ ॥ *

---

* সন্ন্যাস হইল চতুর্থাশ্রম, সুতরাং অপর আশ্রমত্রিতয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থের সেবা না করিয়া উক্ত মহাত্মা কিরূপে সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সেই জন্য, এ শ্লোকে মহাপুরুষ উক্ত আশ্রম ত্রিতয়ের সেবা কি প্রকারে সমাধা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

সপ্তবিংশতিবর্ষমাত্রবয়স্ক এষ বিদগ্রণী-
রাত্মচিন্তনরাগযুগ্বিষয়ান্বিতান্তবিরাগবান্।
ধৃতবারুণশাক্রবৈধনিকেতসৌখ্যকুবাসনো
ন্যাসমেব সমাশ্রয়ৎ ফল এষ এব হি জন্মনঃ ॥ ৮১ ॥
নবযৌবনং বলবদ্বপুঃ কমনীয়রুগ্গুণিগণ্যতা-
তরুণী রতিপ্রতিমা সুতঃ শশিনঃ সদৃক্কিমিয়ং কৃতিঃ।
ইতি তস্য কোঽপি নিবারণক্ষমতামিতো ন বপুর্দ্ধর-
স্তমসো হি বিদ্ধি বলং কিয়দ্রবিতেজসঃ পুরতো ভবেৎ ॥৮২

অস্যার্থঃ।

সেই সময়ে এই পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাপুরুষের সপ্তবিংশতি বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল; তিনি পরমাত্মার চিন্তনে প্রীতিমান এবং সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন। ঐ মহাত্মা ইন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মালোকের সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসই গ্রহণ করিলেন; কেন না, জন্মের ফলও ত এই ॥ ৮১ ॥

এমন নবযৌবন, বলিষ্ঠ শরীর, সুন্দর কান্তি, গুণীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যতা, রতিসমানা স্ত্রী, চন্দ্রসদৃশ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে, আপনি এ কি করিতেছেন? এই বলিয়া কেহ তাঁহাকে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের সঙ্কল্প হইতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইল না। কেন না, অন্ধকারের বলই কত, যে, রবি-তেজের সম্মুখীন হইতে পারিবে? অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদিতে লিপ্ত

রবিমণ্ডলং নিজভেদভীচলনং বভার তদা স্ম নো
হবিরস্তমেত্য শচীপতিশ্চ ন শোচতি স্ম পরাগদৃশা।
অভয়প্রদানবিলাসিনা জগদীশতাং গমিতাত্মনা-
প্যমুনা ভয়ং কথমুদ্ভবেন্ন হি পুণ্যমস্তি ততঃ পরম্॥ ৮৩॥

অস্যার্থঃ।

থাক, এরূপ বাক্য মায়ার; মায়া অন্ধকারস্বরূপ, তাহা সত্ত্বগুণের সন্নিকটস্থিত হইতে পারে না॥ ৮২॥

ব্রাহ্মণ শরীরকে সন্যাস লইতে দেখিয়া সূর্য্যমণ্ডল কম্পিত হয় যে, অন্তকালে ইনি আমাকে ভেদ * করিবেন; ইন্দ্রাদি দেবতাগণও চিন্তিত হয়েন যে, আমাদিগের হব্যদাতৃগণের † সংখ্যাও হ্রাস হইতেছে, কিন্তু উক্ত মহাত্মাকে সন্যাস লইতে দেখিয়া ইহাঁরা চিন্তান্বিত হইলেন না কেন, তাহার কারণ বর্ণিত হইতেছে।

---

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥
পরাশরসংহিতায়াম্।

† ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্যদিষ্টং সুপর্ব্বণাম্।
অগ্নৌ হুতেন হবিষাৎ তৎ সর্ব্বং লভতে দিবি॥
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথা নীতা দুঃখতা গৃহমেধিনাম্।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো ভবেৎ॥
শিবগীতায়াম্।

পূর্ব্বাশ্রমেণাথ সহৈব পূর্ব্বং
সন্ত্যজ্য নামস্মৃতয়ে জনানাম্।
নামাদ্যগম্যোঽপি বভূব নাম্না
শ্রীভাস্করানন্দসরস্বতীতি ॥ ৮৪ ॥

অস্যার্থঃ।

উক্ত মহাত্মাকে সন্যাস গ্রহণ করিতে দেখিয়া, সূর্য্যমণ্ডল ভেদন ভয়ে কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হন নাই। এবং শচীপতিও হব্য-দাতৃগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়াও তজ্জন্য আক্ষেপ করেন নাই। কারণ, তিনি দীর্ঘকাল জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে জগৎরক্ষক পরমাত্মার তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি জগৎরক্ষক, তাহা হইতে কাহারও কিরূপে ভয়ের উদ্ভাবন হইতে পারে? কেন না, ইহা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শরীরে নিষ্কাম সন্যাস অবলম্বন) হইতে আর অন্য কিছুই পুণ্যতর নাই ॥ ৮৩ ॥

সন্যাসধারণের সময় পূর্ব্বাশ্রমের সহিত পূর্ব্বনাম, অর্থাৎ পিতৃকৃত মাতরাম-নামও ত্যাগ করিলেন; যদিচ স্বামী তুরীয়াবস্থা * (সন্যাস) প্রাপ্ত হওয়ায়, বাণী ও মনের অগম্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ভক্তজনের স্মরণ করিবার জন্য, শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী, এই নাম ধারণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

---

* তুরীয়াবস্থা-পদে চতুর্থ অবস্থা বুঝায়, চতুর্থ অবস্থা সন্যাসত্ব হইতে পারে এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির পর যে তুরীয় অবস্থা, তাহাও বুঝাইতে পারে।

যতিরয়মস্মিন্ বাসং
সুখেন তনুকালমকৃত রেবায়াঃ।
পরিসরগে সুস্থানে
বিদিতশিবনিজাত্মতাদাত্ম্যঃ॥ ৮৫॥

নিরবধিমহিমস্থানং যৎকাশীতি শ্রুতৌ গীতম্।
তত্রাথাগাদ্বিদ্বান্ স যতিঃ স্মরণীয়সচ্চরিতঃ॥ ৮৬॥

নিবাসমত্র কিঞ্চিদেব সন্বিধায় সোঽব্রজৎ
ফতেপুরাখ্যপত্তনান্তরালগাসনীপুরম্।
পরাত্মচিন্তনান্তরায়তামবেক্ষ্য জাহ্নবী-
তটে চ দণ্ডসংজ্ঞকং স্বলক্ষণন্তদা জহৌ॥ ৮৭॥

অস্যার্থঃ।

সেই যতি, সন্ন্যাস লইবার পর, কিঞ্চিৎ কাল সেই রেবা নদীর সমীপবর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরীতে শিব এবং স্বীয় স্বরূপের অভেদ-জ্ঞান বিদিত হইয়া, সুখে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৮৫॥

যাঁহার সচ্চরিত্র স্মরণকরণযোগ্য, সেই যতি পুরুষ, সেই স্থান হইতে কাশীপুরীতে (যাহার নিঃসীম মহিমা বেদে কথিত হইয়াছে), আগমন করিলেন॥ ৮৬॥

এই স্বামীজী কাশীপুরীতে অল্পকাল বাস করিয়া, জেলা ফতেপুরের অন্তর্গত অসিনী গ্রামে গমন করিলেন। এবং তথায় গঙ্গাতটে সন্ন্যাস-আশ্রমের চিহ্ন-দণ্ড পরিত্যাগ করিলেন; কেন

মূর্দ্ধা যস্য নিরূপ্যতে শ্রুতিগণৈর্দ্যৌর্ব্বহ্নিরাস্যং দৃশৌ
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চ খং নিগদিতং নাভিঃ পদে ভূরিয়ম্।
তস্যেশস্য পরম্মহো হৃদি দধৎ সম্পাবনং দেহিনাং
তস্মাৎ কানৃহপুরং স্বতন্ত্রগতিকঃ সম্প্রাপ্তবান্মুক্তধীঃ ॥৮৮॥

তত্র কান্যকুব্জবংশসম্ভবো মহীসুরো
রামচরণনামকঃ সমাগমং গতোঽমুনা।
সেবতেঽস্য যোঽনিশং তদাদিপাদপঙ্কজ-
স্ত্যক্তদেবতান্তরং মহীভৃতাং কথৈব কা ॥ ৮৯ ॥

অস্যার্থঃ।

না, তিনি দেখিলেন যে, সাবধান পূর্ব্বক উহা ধারণ করিতে হইলে, আত্মচিন্তনের ব্যাঘাত জন্মে ॥ ৮৭ ॥

বেদ সকল, যে ঈশ্বরের মস্তক স্বর্গকে, মুখ অগ্নিকে চক্ষু সূর্য্য ও চন্দ্রকে, নাভি আকাশকে, এবং চরণ পৃথ্বীকে নিরূপণ করিয়াছেন; সেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট তেজ, হৃদয়ে ধ্যান করতঃ, অসিনী গ্রাম হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই মহাত্মা কানপুর নগরীতে আসিলেন ॥ ৮৮ ॥

সেই কানপুর নগরীতে কান্যকুব্জ বংশোৎপন্ন রামচরণ নামক এক জন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকটে সমাগত হইলেন। যে ব্যক্তি তদবধি আজি পর্য্যন্ত, রাজাদিগের কথা কি কহিব, দেবতাদিগের সেবা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, স্বামীজীর চরণকমল সেবা করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

গয়াদত্তনামা স লব্ধপ্রতিষ্ঠো-
ঽস্যপাদাম্বুজে জাতভক্তিশ্চ তত্র।
স তাভ্যাং সহৈব প্রয়াতঃ স্বজন্ম-
স্থলীং তাম্বিলোক্যৈব ভুয়ো নিবৃত্তঃ॥ ৯০॥

কৌপীনং স চ কেবলং যতিপতির্ব্বিভ্রদ্দ্যুনভ্যাস্তটে
ধ্যায়ঞ্জ্যোতিরখণ্ডমাত্মমনঘং তৎ সূর্য্যকোটিপ্রভম্।
দূরত্যক্তসমস্তচাটুকটুকো বর্ষাতপাদিম্বপি
ছায়ামপ্যনুপাশ্রয়ন্ সুবিচরন্ কালং ব্যনৈষীচ্চিরম্॥ ৯১॥

অস্যার্থঃ।

সেই স্থলে, অর্থাৎ কানপুরনগরে গয়াদত্ত নামে এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজীর পদাম্বুজের ভক্ত হইল, এবং স্বামীজী এই দুই সেবক (৮৯ শ্লোক দেখ) সঙ্গে লইয়া, স্বীয় জন্মস্থলী দেখিবার জন্য গমন করিলেন, এবং দর্শন করিয়াই শীঘ্র নিবৃত্ত হইলেন॥ ৯০॥

সেই যতিপতি কৌপীনমাত্র ধারণ করিয়া, কোটিসূর্য্যপ্রকাশ-স্বরূপ, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক, সকলের আদিভূত, সেই তেজোময় মূর্ত্তির ধ্যান করতঃ, প্রিয় ও অপ্রিয়ভাষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, (অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া) বর্ষা গ্রীষ্মাদি ঋতুতেও ছায়ার আশ্রয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতটে বিচরণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন॥ ৯১॥

এবং স তীর্থানি মহীতলান্ত-
র্গতানি সর্ব্বানি দদর্শ বিদ্বান্।
অশেষসঙ্কল্পবিকল্পহীনঃ
ক্ষেত্রং হরিদ্বারমথাশ্রিতোঽভূৎ ॥ ৯২ ॥

তত্র পাটলিপুত্রান্তরাঘোপুরনিবাসবান্।
অনন্তরামনামাসীচ্ছাকদ্বীপী দ্বিজঃ সুবিৎ ॥ ৯৩ ॥

তস্মাদধীতবাংস্তত্র প্রস্থানত্রিতয়ীময়ম্।
নিগূহন্তি সদাত্মানং জ্ঞানিনো বহুচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯৪ ॥

অস্যার্থঃ।

এই প্রকারে, সেই বিদ্বান স্বামী বর্ষাতপাদির ক্লেশ সহ্য করতঃ পৃথিবীস্থিত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অনন্তর, সেই সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত স্বামী হরিদ্বারক্ষেত্র আশ্রয় করিলেন ॥ ৯২ ॥

ঐ স্থানে পাটলিপুত্র (পাটনা) নগরান্তর্গত রাঘোপুর-গ্রামনিবাসী বিদ্বান্ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ অনন্তরাম নামক পণ্ডিত ছিলেন ॥ ৯৩ ॥

তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থানত্রিতয়ী অর্থাৎ শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য অধ্যয়ন করিলেন। যদিও স্বামীজী সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তথাপি অধ্যয়ন করিবার কারণ এই যে, জ্ঞানিগণ বহুবিধ উপায় দ্বারা সর্ব্বদা স্বীয় রূপ প্রচ্ছাদন করিয়া রাখেন ॥ ৯৪ ॥

এবং যাতাঃ প্রশমনিরতস্যাস্য সংবৎসরাস্তু
চত্বারিংশৎ পুনরপি তথা জাহ্নবীতীরমার্গৈঃ।
ধ্যায়ন্ধ্যায়ং সততমখিলাধীশতত্ত্বং স যোগী
মূর্ত্তং ব্রহ্মস্মরহরপুরীং প্রাপ্তবান্ প্রাপ্ত্যনীহঃ ॥ ৯৫ ॥
সন্ন্যাসাৎ পরতস্ত্রয়োদশসমাঃ স প্রাজ্ঞবর্য্যোঽনিশং
সর্ব্বাণ্যেব তপাংসি দুষ্কৃততমান্যাসেবতাতিক্ষমঃ।
আনন্দোপবনে ধিকাশিবিদিতাদ্দুর্গালয়াৎ প্রাক্ স্থিতে
প্রাপ্তাশেষসুবিজ্ঞকামিতপদঃ কৌপীনমপ্যত্যজৎ ॥ ৯৬ ॥

অস্যার্থঃ।

এই প্রকারে গঙ্গাতটে বিচরণ করিতে করিতে শান্তিমার্গ-নিরত স্বামীজীর চত্বারিংশৎ (৪০) বর্ষ বয়ঃক্রম ব্যতীত হইল। অনন্তর, সর্ব্বপদার্থপ্রাপ্তিকামনারহিত সেই যোগী, জগদীশ্বর-তত্ত্ব সতত ধ্যান করিতে করিতে, মূর্ত্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ কাশী-পুরীতে উপনীত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

সেই প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাস ধারণ করিবার পর ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত, অত্যন্ত দুষ্কর তপঃ অতি ক্ষান্তির সহিত সেবন করিলেন; এবং অশেষ সুবিজ্ঞদিগের বাঞ্ছিত পদ প্রাপ্ত হইয়া, কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দিরের পূর্ব্বভাগস্থিত আনন্দোপবনে অর্থাৎ আনন্দ-বাগে, তিনি কৌপীনও পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯৬ ॥

চত্বারিংশত্তমে বর্ষে জন্মুষঃ স যতীশ্বরঃ।
কাশিকামাগতো ভূয়স্ততশ্চাত্রৈব বর্ত্ততে॥ ৯৭॥

আনন্দস্য বনং গিরীশনগরী গীতা পুরাবিত্তমৈ-
রানন্দোপবনঞ্চ তৎ প্রবিদিতং তস্যাং যথার্থাহ্বয়ম্।
মাত্রাং যস্য সমাশ্রয়ন্তি সকলানন্দাস্তদানন্দযুক্
সানন্দং কুরুতে স তত্র বসতিং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ॥ ৯৮॥

তস্য স্তবম্পরমপুরুষতাং গতস্য
যৎ প্রাণিনো বিদধতে কিমু তত্র চিত্রম্।
আনন্দবেগপুলকায়িতমঞ্জরীকা-
স্তদ্ভূরুহা অপি শকুন্তরুতৈঃ স্তবন্তি॥ ৯৯॥

অস্যার্থঃ।

ঐ যতীশ্বর, চত্বারিংশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, দ্বিতীয়বার কাশীতে আসিলেন, এবং তদবধি অদ্যাপিও এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন॥ ৯৭॥

পুরাবিত্তম অর্থাৎ ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কাশীপুরীকে আনন্দবন বলিয়াছেন, তাহাতে সেই উপবন যাহা আনন্দবাগ নামে খ্যাত এবং নামানুরূপ আনন্দময়, যাহার আনন্দের লেশমাত্র লইয়া সংসারের সম্পূর্ণ আনন্দ উপলব্ধি হয়, এবম্ভূত আনন্দোপ-বনে, পরমানন্দে আস্বাদন করতঃ, শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী বাস করিতেছেন॥ ৯৮॥

প্রাণিগণ (মনুষ্যগণ) পরমেশ্বর স্বরূপ প্রাপ্ত স্বামীজীর যে

অস্মিন্ন কেবলময়ং বিপিনান্তরালে
ধ্যানাবধানহৃদয়ে ক্ষিতদীপ্তিরস্তি।
তচ্ছান্তিসংযমশমাক্রমশান্তচিত্তা
আভান্তি কিন্তু মুনয়স্তরবোঽপি তত্র ॥ ১০০ ॥

হংসাবলীধবলধাম মনোভিরামং
কামন্ন তত্র কুরুতে নবমল্লিকানাম্।
নূনন্ন চিত্রমিদমত্র বিভাবয়ন্তে
নূনং জনা যদিহ কামরিপোরভেদঃ ॥ ১০১ ॥

অস্যার্থঃ ।

স্তুতি করিয়া থাকে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? বৃক্ষ সকলও আনন্দবেগে মঞ্জরীরূপ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়া, পক্ষীদিগের শব্দের দ্বারায় ইঁহার স্তুতি করিয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

ঐ বনমধ্যে স্বামীজীই কেবল একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এরূপ প্রকাশ পায় না। উঁহার (স্বামীজীর) শম, দমাদিগুণে সংক্রামিত হওয়ায়, বৃক্ষ সকলও অত্যন্ত শান্তচিত্ত মুনিগণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০০ ॥

হংসাবলীর কান্তির ন্যায় শুভ্র ভবন, এবং নব মল্লিকার মনোহর পুষ্প, তথায় যে, কামবিকার উৎপাদন করে না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কেন না, কামরিপু শিবের অভেদস্বরূপ শ্রীস্বামীজী ঐ স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১০১ ॥

বিকসৎকুসুমং সুরবচ্ছকুনং
প্রচলত্তরুকং প্রবলৎসুকৃতম্।
বিলসম্মুনিসংঘমনোবিভবং
বনমেনমসেবত চিত্রকথম্॥ ১০২॥

কুসুমে কুসুমে শকুনে শকুনে
ক্ষিতিজে ক্ষিতিজে মনুজে মনুজে।
অবধূততমোংশরজোংশচয়ং
রজ এব বিরাজতি তস্য পদঃ॥ ১০৩॥

শশিরুক্ শশিরুক্ কমলং কমলং
কুমুদং কুমুদং বদকম্বুরয়ম্।

অস্যার্থঃ।

যে বনে সমস্ত পুষ্প বিকসিত হইতেছে, পক্ষীসকল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে, বৃক্ষসকল বিকম্পিত হইতেছে, পুণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং মুনিগণের মনের ঐশ্বর্য্য বিলাস পাইতেছে, সেই আশ্চর্য্য বন যে, স্বামীজীর সেবা করিতেছে, তাহা আশ্চর্য্য নহে॥ ১০২॥

ঐ বনের প্রত্যেক পুষ্পে, প্রত্যেক পক্ষীতে, প্রত্যেক বৃক্ষে, এবং প্রত্যেক মনুষ্যে, রজঃ ও তমোগুণ দূর করিয়া, স্বামীজীর চরণরেণু বিরাজ করিতেছে॥ ১০৩॥

কুরুতামতিবক্রচলং যতিনঃ
স্থিররাজিতসত্বগুণানুকৃতিম্ ॥ ১০৪ ॥
অগুণোঽপি গুণী ন ধনী ক্ষিতিপাল-
সহস্রনিষেবিতপাদকজঃ।
অপটোঽপি সমস্তদিগন্তপটোঽতি-
বিচিত্রচরিত্রবিভুতিরয়ম্ ॥ ১০৫ ॥

অস্যার্থঃ।

উক্ত স্বামীর নির্ম্মল সত্বগুণের কোথাও সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না; তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

শশিরুক চন্দ্রকান্তি এবং শশিরুক অর্থাৎ মৃগ বিশেষ ধারণকারীর কান্তি অর্থাৎ যাহার উপর অরণ্যপশু বসিয়া রহিয়াছে তাহার কান্তি, কমল পদ্ম এবং ক-মল অর্থাৎ জলের মল। কুমুদ কু-মুদ অর্থাৎ কুৎসিত আনন্দ, ইহারা কেহই সত্বগুণের সাদৃশ্য হইতে পারে না। যদি বলেন, শঙ্খ দ্বারা সাদৃশ্য দেওয়া যাইবে। তাহাও হইতে পারে না, অতি বক্র ও চঞ্চল যে শঙ্খ, তাহা কিরূপে ঐ স্থিররূপে বিরাজমান সত্বগুণের সদৃশ হইতে পারে ॥ ১০৪ ॥

স্বামীজীর আর এক আশ্চর্য্যময় চরিত্র ও ঐশ্বর্য্য এই, যে, যদিও তিনি গুণাতীত, তথাপিও গুণবান। ধন কিছুই নাই, অথচ সহস্র ভূপালবৃন্দ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। বস্ত্র-রহিত হইয়াও দশ দিকই তাঁহার বস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

যতশাস্ত্রগতিঃ পরমার্থমতিঃ
পদকঞ্জনমদ্বসুধাধিপতিঃ।
স্মিততোষিতসর্ব্বমনুষ্যততি-
র্যতিরাত্মনি রজ্যতি পুণ্যকৃতিঃ ॥ ১০৬ ॥

কুসুমেষু মহেষু যুতে বিজনে
কলহংসজয়ধ্বনিতাগমনে।
মৃদুশীতসুগন্ধিচলৎপবনে
নহি কোঽপি প্রমাদ্যতি তত্র বনে ॥ ১০৭ ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি শাস্ত্রানুসারে আচরণ করেন এবং যিনি পরমার্থে অর্থাৎ মোক্ষ মাত্রতেই বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছেন, বসুধাধিপতি নৃপতিগণ যাঁহার পদসেবা করিয়া থাকেন, এবং যিনি সমস্ত মনুষ্যকে ঈষৎ হাস্য দ্বারা সন্তোষিত করেন, সেই পুণ্যাকৃতি যতি আত্মচিন্তায় অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

যে বন কামদেবের পুষ্পবান কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, রাজহংস-গতিবিনিন্দিত কামিনীদিগের গমন দ্বারা সুশোভিত এবং মৃদু-শীতল ও সুগন্ধি বায়ুদ্বারা আমোদিত, এরূপ কামোদ্দীপক সমুদায় বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও* তথায় কেহই প্রমাদযুক্ত হয় না ॥ ১০৭ ॥

---

* বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥
(কুমারসম্ভবে ১ সর্গে ৫৯ শ্লোক।)

কলধৌতসুশোভিতসৌধততিঃ
কলহংসগতিঃ সুদতী সুততিঃ।
কলনাদিরিরংসুপতত্রিততিঃ
কলয়েন্ন বংশপ্রতিপক্ষততিঃ ॥ ১০৮ ॥

কলিকালকরালমুখাতিবিভীত-
মুমুক্ষুসুরক্ষণদক্ষদয়ঃ।
স চ পুত্রকলত্রসুখৈষিজনার্থ-
কৃতে ননু কল্পতরোরুদয়ঃ ॥ ১০৯ ॥

শিব এব জগত্ত্রিতয়ীজনকঃ
করুণেক্ষণদত্তসুরেন্দ্রপদঃ।
পদসেবিসরোজভবাদিসুরো
নিজভূতিবিভূষিতনৈজপুরঃ ॥ ১১০ ॥

অস্যার্থঃ।

সুবর্ণ বর্ণে সুশোভিত সৌধাবলী, রাজহংস বিনিন্দিত গতি ও সুন্দরদন্তবিশিষ্টা রমণীয়া কামিনীগণ, এবং মধুরনিনাদি রমণেচ্ছু পক্ষী সকল, ইত্যাদি বৈরাগ্যের যত প্রতিপক্ষকুল আছে, তাহারা কেহই স্বামীজীকে বশীভূত করিতে পারে না ॥ ১০৮ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে কলিরূপ কালের ভয়ঙ্কর মুখ হইতে রক্ষা করিতে যাঁহার দয়া সম্যক্‌রূপ সমর্থ, তিনি ত পুত্র, কলত্রদিগের সুখপ্রার্থী মনুষ্যের জন্য কল্পতরুস্বরূপ উদিত হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

লোকত্রিতয়ের জনক শিব স্বয়ং করুণাদৃষ্টি দ্বারা সুরেন্দ্র-

অণিমাদিকসিদ্ধিচয়া নিখিলা
ননু যস্য দৃগঞ্চিতপক্ষভবাঃ।
সবমেশ দৃগর্চ্চিতপাদযুগো
গিরিশঃ স্মৃতিমেতি তদীক্ষণতঃ॥ ১১১॥

তমারাদ্ধুং গচ্ছৎ ক্ষিতিপতিশিরঃসঙ্গবিলসৎ-
কিরীটপ্রোদ্যোতন্মণিকিরণচিত্রস্তরুচয়ঃ।
অভুস্তদ্ভূপানামনুগতরমা ভুষণরুচি-
র্ন তচ্চিত্রং যোগেহনুচরতি যতঃ সিদ্ধিনিবহঃ॥ ১১২॥

অস্যার্থঃ।

পদ প্রদানক্ষম, এবং পদ্মযোনি আদি দেবতাগণ যাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন, তিনি বিভূতি দ্বারা স্বীয় কাশীপুরীকে সুশোভিত করিয়াছেন॥ ১১০॥ এশ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে শিবের সহিত স্বামীজীর তুলনা করা হইয়াছে।

যাঁহার নেত্রপক্ষ্ম সঞ্চালন দ্বারা অণিমাদি সমুদায় সিদ্ধির উদ্ভব হয়, এবং যাঁহার পাদযুগল, বিষ্ণু, আপন নেত্র দ্বারায় অর্চ্চনা করিয়াছেন, এবম্ভূত শিবের স্মরণ তাঁহার (স্বামীজীর) দর্শন দ্বারায় হয়॥ ১১১॥

তাঁহাকে (স্বামীজীকে) আরাধনা করিবার জন্যে ঐ উদ্যানে গমনশীল রাজাদিগের শিরোমুকুটে জড়িত মণি সকলের কিরণ দ্বারা চিত্রিত বৃক্ষ সমুদায় যে রাজাদিগের সঙ্গে আগত রাজ্য-

এবং তত্র নিবাসমস্থ দধতো যাতাঃ সমা বিংশতিঃ
প্রাপ্তঃ ষষ্টিতমশ্চ দীর্ঘতপসঃ সংবৎসরো জন্মতঃ ।
দৃষ্ট্বা দর্শনকাঙ্ক্ষিবিশ্বজনতা সম্মর্দ্দকোলাহলং
বিক্ষেপং রহসি স্থিতিং স বিদধে লোকাগতিশ্চারুণৎ॥১১৩॥

কীর্ত্তিমরালিকযাতিবিনোদিতনাকবিলাসবতীকঃ
প্রভুনারায়ণসিংহমহোদয়কাশীধরণিনরেশঃ ।
নিজধাম্নি স্মরণার্থমমুখ্যমনোরমকামদমূর্ত্তিং
রক্ষতি সাদরমেবমুপৈতি ন কোঽত্র মনোরথমূর্ত্তিম্ ॥১১৪॥

অস্যার্থঃ ।

লক্ষ্মীর ভূষণ শ্রীধারণ করিতেছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কেন না, সিদ্ধি সকল যোগের অনুগমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যোগী হইলে, অণিমাদি সিদ্ধি সমস্ত স্বতঃই তাঁহার (যোগীর) সেবা করে ॥ ১১২ ॥

এই প্রকারে তথায় অবস্থান করিতে করিতে, দীর্ঘ তপস্যাকারী এই স্বামীজীর বিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইল, এবং জন্ম হইতে ষাইট বৎসর তাঁহার বয়ঃক্রম হইল। এই সময়ে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের অত্যন্ত ভিড় ও কোলাহল দেখিয়া, এবং স্বীয় আত্মচিন্তনের বিক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া একান্তে অবস্থিতিগ্রহণ করতঃ লোকের আগমন বন্ধ করিলেন ॥ ১১৩ ॥

যাঁহার কীর্ত্তিরূপা হংসীগণের সহিত স্বর্গীয়া রমণীগণ ক্রীড়া

বড়্হরনগরাধীশা রাজ্ঞী সা বেদশরণকুঁঅরিঃ।
শিবমন্দিরযুতভবনে তিষ্টিপদস্যাদ্ভুতাম্মূর্ত্তিম্ ॥ ১১৫ ॥

এতস্য মূর্ত্তিমবনীপবরোঽপ্যমৈঠী-
রাজো বিলাসবিপিনে ভবনম্বিধায়।
শ্রীলালমাধবনৃসিংহনিরস্তশত্রু-
রস্থাপয়ৎ সবিধি সম্যগপূপুজচ্চ ॥ ১১৬ ॥

নাগোধভূপরিবৃঢ়ঃ স বদান্যবীরঃ,
শ্রীযাদবেন্দ্রনৃপতিঃ কবিকৈরবেন্দুঃ।

অস্যার্থঃ।

করিয়া থাকে, সেই কাশীনরেশ প্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর উক্ত স্বামীজীর মূর্ত্তি স্মরণ করিবার জন্য আপন গৃহে মনোহর কামদমূর্ত্তি রাখিয়াছেন। এরূপ অনুষ্ঠান করিলে কাহার মনোরথ পূর্ণ না হয় ॥ ১১৪ ॥

বড়্হরনগরের স্বামিনী বেদশরণকুঁঅরিনাম্নি রাণীও শিব-মন্দিরযুক্ত ভবনে ইহাঁর (স্বামীজীর) অদ্ভুত মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূজা করাইতেছেন ॥ ১৫৫ ॥

শত্রুবিজয়ী শ্রীলালমাধব সিংহ অমৈঠিরাজ বিলাস উদ্যানে মন্দির রচনা করাইয়া ইহাঁর (স্বামীজীর) মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, এবং বিধিবৎ পূজাও করাইতেছেন ॥ ১১৬ ॥

তৎস্বামিনাং চরণবারিজসক্তচিত্ত-
স্তন্মূর্ত্তিমাত্মগৃহদৈবতমাব্যধত্ত ॥ ১১৭ ॥

শূরো বিজ্ঞঃ কুলীনঃ
প্রভুরপি ধরণের্যশ্চ চন্দাপুরস্য
প্রত্যব্দং কাশিকায়াং
বিতরতি সদসি প্রাজ্ঞবর্গে ধনং যঃ।
যো বা শ্লাঘ্যৈর্গুণৌঘৈ-
রতিজয়তি জগন্মোহনঃ সোঽপি সিংহ-
স্তৎপাদাম্ভোজযুগ্ম-
স্মৃতিসুখনিভৃতোদঞ্চিতাঙ্গং বিভর্ত্তি ॥ ১১৮ ॥

অস্যার্থঃ।

কবিরূপ কুমুদকুলপ্রকাশক ইন্দুসদৃশ সেই বদান্য বীর মহারাজ শ্রীযাদবেন্দ্র সিংহ নাগোধাধিপতি স্বামীর চরণারবিন্দে আসক্তচিত্ত হইয়া, তাঁহার মূর্ত্তি স্বগৃহে গৃহদেবতার ন্যায় সংস্থাপিত করাইয়াছেন ॥ ১১৭ ॥

বীর, বিজ্ঞ, কুলীন চন্দাপুরের রাজা জগমোহন সিংহ, (যিনি প্রতিবৎসর কাশীতে সভা করিয়া পণ্ডিতগণকে ধনবিতরণ করিয়া থাকেন), তিনি, স্বামীজীর পদারবিন্দযুগলস্মরণে সুখযুক্ত হইয়া, শ্লাঘনীয় গুণ সমূহ দ্বারা সুশোভিত হইতেছেন ॥ ১১৮ ॥

এবমস্য বহবো নরনাথাঃ
পূজনায় ভবনোপবনাদৌ।
শাস্ত্রদৃষ্টিবিধানা প্রতিমাং স্বে
স্থাপয়ন্তি বহুমানভৃতঃ স্ম ॥ ১১৯ ॥

বারাণস্যাং ব্রহ্মনালান্তরাল-
স্থায়ী শ্রীমান্ শীতলাদিপ্রসাদঃ।
তারুণ্যাপ্তস্তত্তনুজোঽপ্যকস্মাৎ
প্রাসাদস্থোঽত্যূর্দ্ধতঃ কাপ্যপপ্তৎ ॥ ১২০ ॥

মূর্চ্ছাং প্রাপ ত্যক্ততজ্জীবনাশাঃ
সর্ব্বেঽভুবন্ স্নেহিবর্গাঃ সমন্তাৎ।
তস্মিন্ কালে তৎপিতা স্বামিসেবী
তূর্ণং গত্বা তং সমাচষ্ট সর্ব্বম্ ॥ ১২১ ॥

অস্যার্থঃ।

এই প্রকারে ইঁহার পূজা করিবার জন্য বহু রাজগণ স্ব স্ব গৃহ ও উপবনাদিতে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শাস্ত্রানুযায়ী বিধি অনুসারে বহুমান পুরঃসর ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১১৯ ॥

কাশীতে ব্রহ্মলাল মহল্লা নিবাসী শ্রীমান শীতলাপ্রসাদ নামক ব্যক্তির পুত্র যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এক দিন অকস্মাৎ প্রাসাদের অতি ঊর্দ্ধস্থান হইতে নীচে পতিত হইয়াছিল ॥ ১২০ ॥

এবং মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হওয়ায় মিত্রবর্গ তাহার জীবনের আশা

শ্রুত্বা তেন ব্যাহৃতং স্বামিবর্য্যাঃ
সাশীঃ প্রাদুঃ পাদনির্ণে জনং স্বং।
পিত্রানীতস্যাস্য পাদোদকস্য
পানাদ্বালো নষ্টসর্ব্বব্যথোঽভূৎ॥ ১২২॥

সপুত্রশীতলপ্রসাদপ্রাড়্‌বিবাকজীবনং
দদৌ যতিঃ স্বতেজসা ততোঽধিকং কিমদ্ভুতম্।
বহ্বন্যমূদৃশানি দুষ্করাণি মানবা ভুবি
যতের্ম্মহাদ্ভুতানি সিদ্ধিদানি বর্ণয়ন্ত্যহো॥ ১২৩॥

অস্যার্থঃ।

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বামীর সেবক তাহার পিতা (লালা শীতলাপ্রসাদ) স্বামীজীর নিকট সত্বর গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥ ১২১॥

লালা শীতলাপ্রসাদের কথিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করতঃ স্বীয় পাদোদক প্রদান করিলেন, এবং পিতা কর্ত্তৃক আনীত ঐ পাদোদক পান করাতে, সেই বালকের সমস্ত ব্যথা বিদূরিত ও চৈতন্যলাভ হইল॥ ১২২॥

এইরূপ প্রভাববান্ যতি স্বামী আপন তেজঃপ্রভাবে সপুত্র শীতলাপ্রসাদকে জীবনদান করিলেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে? পৃথিবীতে, লোকে স্বামী-

তাতশ্চাস্য পবিত্রচারুচরিতঃ কাশ্যাং শিবত্বং গতঃ
পত্নী তস্য তপোময়ী ভগবতী জ্যোতিস্তদীয়ং শ্রিতা।
মাতা চাস্য হিমালয়ে বদরিকাক্ষেত্রে তপোরূপিণী
ধ্যায়ন্তী পরমেশ্বরং মধুরিপুং বৈকুণ্ঠলোকং গতা॥ ১২৪॥

বর্ষে ষট্যুগনন্দভূপরিমিতে মার্গে গুরৌ বাসরে
শুক্লে সূর্য্যতিথাবনেন বিদুষা যোগীন্দ্রবর্য্যেণ সঃ।
সম্প্রাপ্যাথ সুদুর্লভাম্বুধবরঃ সন্ন্যাসদীক্ষাং শুভাং
কাশ্যাং মৈথিলভূসুরো বিজয়তে শ্রীচীচনাখ্যঃ সুবিৎ॥১২৫॥

অন্বয়ার্থঃ।

জীর চরিত্রসম্বন্ধে এইরূপ অনেক দুষ্কর ও সিদ্ধিপ্রদ অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে॥ ১২৩॥

পবিত্র ও মনোহর চরিত্রবান্ ইঁহার (স্বামীজীর) পিতা কাশীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তপোময়ী ভগবতী পত্নী দেহান্তে ইঁহার জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার তপোরূপিণী মাতা, হিমালয়ে বদরিকাশ্রমে মধুরিপু পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছেন॥ ১২৪॥

সম্বৎ ১৯৪৬ সালের মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, গুরুবারে, উক্ত বিদ্বান যোগীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ স্বামীজী কর্ত্তৃক পণ্ডিতবর, বিজ্ঞ, মৈথিল ব্রাহ্মণ, শ্রীচীচন শর্ম্মা, সুদুর্লভ সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে বিরাজ করিতেছেন॥ ১২৫॥

বিভ্রত্তীর্থগণেশ্বরে নিবসতিং কায়স্থবংশোদ্ভবো-
মোজঃফর্পুরপত্তনাঙ্কবিলসদ্গ্রামাবলীশালিনঃ।
স্বামিনাহ্নপুরস্থ রায়পদযুগ্রুদ্রপ্রসাদাভিধ-
স্তীর্থানামটনেন শুদ্ধহৃদয়ো মুক্তোঽবিমুক্তেঽভবৎ॥১২৬॥

তদাত্মজঃ সদ্গুণশীলশালী
শ্রীমান্ মহাদেবপ্রসাদনামা।
অপারসংসারমিমং তরীতুং
ব্যরীরচৎ পুণ্যচরিত্রমেতৎ॥ ১২৭ ॥

পূর্ণা চান্দ্রীকলা বা
দিশি দিশি লহরী ক্ষীরসিন্ধূত্থিতা বা
কুন্দালীমালিকা বা
শিবনিলয়গিরেঃ কান্তিরেবোদ্গতা বা।

অস্যার্থঃ।

কায়স্থবংশোৎপন্ন, প্রয়াগনিবাসী এবং মোজঃফরপুর নগরের অন্তর্গত, পরগণে নানপুরের স্বামী, রায় পদবীধারী চৌধুরী রুদ্রপ্রসাদ বাহাদুর, তীর্থপর্য্যটন দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধামে মুক্তিলাভ করেন॥ ১২৬॥

তাঁহার পুত্র সৎগুণ ও সৎস্বভাবশালী শ্রীমান মহাদেব প্রসাদজী, এই অপার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এই পুণ্যচরিত্র রচনা করাইলেন॥ ১২৭॥

হংসীনাং সংহতির্বে-
ত্যবনিতলবুধৈস্তর্ক্যতে যস্য কীর্ত্তিঃ
সোঽয়ং লক্ষ্মীশ্বরাখ্যো
জগতি বিজয়তে নায়কস্তীরভুক্তেঃ ॥ ১২৮ ॥
রাজত্তৎপাণিমন্দারচ্ছায়াসৎসঙ্গশীতলঃ।
সাম্বশম্ভোঃ পদাম্ভোজমকরন্দমধুব্রতঃ ॥ ১২৯ ॥

অস্যার্থঃ।

পৃথিবীতলস্থিত পণ্ডিতগণ যাঁহার কীর্ত্তি সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন যে, ইহা কি পূর্ণচন্দ্রের কলা, অথবা ক্ষীর-সাগরোত্থিত তরঙ্গাবলি, কিংবা কুন্দপুষ্পের পঙ্ক্তি, কিংবা প্রস্ফুটিত মল্লিকারাশি, অথবা কৈলাস পর্ব্বতের উদ্গত কান্তি, কিংবা হংসীগণের সংহতি; সেই মিথিলাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর জগতে বিজয় প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১২৮ ॥

তাঁহার সুন্দর হস্তরূপ পারিজাতচ্ছায়ার সৎসঙ্গ দ্বারা সুশী-তলান্তঃকরণ এবং মাতা ভগবতীর সহিত বর্ত্তমান শ্রীমন্মহেশ্বর চরণ-সরোজ মকরন্দ মধুব্রত ॥ ১২৯ ॥ *

---

* এই-শ্লোকের ক্রিয়া ও আশয় ১৩০ শ্লোকে আছে।

চরিতমিদমুদারং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তে-
র্যমিন ইতি পবিত্রং মানসে সংবিচিন্ত্য।
অকৃতশিবকুমারস্তন্নিবন্ধং স্বপিত্রো-
শ্চরণকমলপুণ্যধ্যানলব্ধাবলম্বঃ ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ ভাস্করানন্দস্বামি-
জীবনচরিতসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩০ ॥

অস্যার্থঃ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশিবকুমার মিশ্র, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরিব্রাজক পুরুষের এই পবিত্র ও উদার চরিত মনে চিন্তা করিয়া, তন্নিবন্ধন আপন পিতা মাতার চরণ কমল সম্বন্ধি পুণ্য ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ ভাস্করানন্দ স্বামীজীবন-
চরিতসংগ্রহ সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥



যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দশশতদলপদ্মে পূর্ণচন্দ্রপ্রভাবং
মুদিতবদননেত্রং গন্ধপুষ্পাম্বরাঢ্যম্।
অভয়বরকরাব্জং হংসগং কে স্মরামি
গুরুমমরশরীরং ভাস্করানন্দমীশম্ ॥ ১ ॥

সাক্ষাদ্ধরাকারযুতং সশান্তিং
সদ্যোগসিংহাসনরাজমানম্।
মোক্ষার্থসিদ্ধ্যর্থমহং স্বমূর্দ্ধ্না
শ্রীভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

মস্তকে সহস্রদল পদ্ম মধ্যে যে হংস পীট আছে, তদুপরি বিরাজমান, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, প্রফুল্লবদন ও প্রসন্ননেত্রযুক্ত এবং গন্ধ ও পুষ্পরূপ বস্ত্রধারী, করকমলে অভয়-বরধারী এবং দেবতুল্য শরীরবিশিষ্ট গুরু ভাস্করানন্দ প্রভুকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ শিবরূপ, শান্তিযুক্ত, যোগসিংহাসনে বিরাজমান

সদানন্দদেহং পরানন্দকন্দং
যতিম্ভাস্করানন্দমীশং প্রসন্নম্।
ভবেত্তস্য সান্নিধ্যমাত্রেণ জন্তু-
শ্চিদানন্দরূপো গুরুস্তন্নমামি ॥ ৩ ॥

চরাচরম্ব্যাপ্তমপীহ যেন
অখণ্ডবিম্বাভমহর্নিশন্তম্।
সন্দর্শিতং তৎপদমত্র যেন
শ্রীভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

যে শ্রীভাস্করানন্দগুরু, তাঁহাকে আমি মোক্ষলাভের জন্য অবনত মস্তকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যিনি সদানন্দ শরীরবান্, এবং পরমানন্দস্বরূপ, যাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র জন্তু সকল চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবম্ভূত প্রসন্নচিত্ত যতীশ্বর ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যিনি চর (মনুষ্যাদি) ও অচর (বৃক্ষাদি) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং যাঁহার দ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বিম্বফলের ন্যায় দর্শিত হইয়াছে, এবম্ভূত সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরুকে দিবানিশি আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অবোধরূপাত্তমসোঽন্ধভাবং
গতস্য বোধাঞ্জনসৎপৃষত্যা।
উন্মীলনং চক্ষুরুপৈতি যেন
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৫ ॥

গুরুর্ব্বিধাতা গুরুরেব বিষ্ণু-
র্গুরুশ্চ সাক্ষান্মকরধ্বজারিঃ।
গুরুস্তথৈতৎ সকলং জগদ্ য-
স্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৬ ॥

বিদ্যাপ্রচারার্থমনেকরূপিণে
গুরুস্বরূপায় শিবায় সন্ততম্।
গুরো হি তুভ্যং ভগবন্নমঃ প্রভো
শ্রীভাস্করানন্দদিগম্বরায় তে ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ।

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা যে অন্ধ, তাহার চক্ষু, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন, এবম্ভূত ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

গুরু বিধাতা, গুরুই বিষ্ণু, এবং গুরুই সাক্ষাৎ মহাদেব, এবং যে গুরু এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবম্ভূত ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

হে গুরো, হে ভগবন্, হে প্রভো, হে শ্রীভাস্করানন্দ, বিদ্যা-

নমস্তু নব্যাকৃতয়ে নবায় চ
পরার্থরূপায় চ চিদ্ঘনায় তে।
সমস্তজাড্যান্ধবিভেদভানবে
শ্রীভাস্করানন্দগুরুস্বরূপিণে ॥ ৮ ॥

স্বভক্ততন্ত্রায় স্বতন্ত্ররূপিণে
সদা দয়াকৢপ্তশরীরধারিণে।
ভব্যাত্মনাং ভব্যস্বরূপিণে তথা
শ্রীভাস্করানন্দপরাত্মনে নমঃ ॥ ৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

প্রচারের জন্য যে আপনি অনেক রূপ ধারণ করিয়াছেন, গুরু স্বরূপ, শিবস্বরূপ এবং দিগম্বররূপ, আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

যিনি নূতন রূপ ও নূতন বস্তুর কারণ, যিনি পরার্থ (মোক্ষ) রূপ ও চিৎস্বরূপ, এবং যিনি সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ধ্বংস করিতে সূর্য্যরূপ, সেই শ্রীভাস্করানন্দ গুরু স্বরূপকে আমার নমস্কার ॥ ৮ ॥

যিনি ভক্তবৎসল, এবং যিনি স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যক্ষম, এবং যিনি অত্যন্ত দয়াযুক্ত শরীর ধারণ করিতেছেন, এবং যিনি মঙ্গল-প্রার্থীদিগের মঙ্গলস্বরূপ, এবম্ভূত শ্রীভাস্করানন্দ পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

সদা জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপো হি যশ্চ
প্রকাশস্বরূপস্তথা ভাস্বতাম্বৈ।
বিমর্শাত্মনাং যো বিমর্শস্বরূপো
গুরুন্তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ১০ ॥

পুরস্তাত্তথা পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠদেশং
তথোর্দ্ধাধ এবং সদা তন্নমামি।
স সচ্চিৎস্বরূপঃ শিবং সন্দধাতু
গুরুর্ভাস্করানন্দরূপঃ প্রসন্নঃ ॥ ১১ ॥

অখণ্ডবোধরূপায় আনন্দবনচারিণে।
নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞান স্বরূপ, তেজোময় পদার্থদিগের তেজঃস্বরূপ, বিচারকারী-ব্যক্তিদিগের বিচার স্বরূপ, সেই যতি গুরু ভাস্করানন্দকে আমি স্তুতি করি ॥ ১০ ॥

উক্ত যতি গুরুর অগ্র, পশ্চাৎ, পৃষ্ঠ, উর্দ্ধ, অধঃ, ইত্যাদি সমস্ত, ভাগে (অর্থাৎ, পূর্ব্বভাগ) আমি প্রণাম করি। সেই সচ্চিৎ স্বরূপ ভাস্করানন্দ রূপ গুরু প্রসন্ন হইয়া সদা আমার মঙ্গল করুন ॥ ১১ ॥

অখণ্ড বোধ স্বরূপ, আনন্দ বনচারী, পরমহংস ভাস্করানন্দ-মূর্ত্তিকে প্রণাম ॥ ১২ ॥

অপরসংসারমিমং তরীতুং
সম্প্রার্থয়ে বদ্ধকরঃ সদাহম্।
শ্রীভাস্করানন্দযতীন্দ্রমত্র
গুরুং মহাদেবপ্রসাদদাসঃ ॥ ১৩ ॥

প্রসাদার্থং যত্নাত্তব নুতিরিয়ং যদ্যপি কৃতা
বিচারেঽহস্ত্য ব্যর্থা পৃথুরপি বিভাতীশ মম তু।
গুণো যস্মিন্ যাদৃক্কথয়তি জনশ্চেত্তদধিকং
প্রসাদঃ স্যাত্তস্মিন্নিহ তু নহি তস্যাস্ত্যবসরঃ ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ।

এই অপার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য, আমি মহাদেব প্রসাদ দাস, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, যতীন্দ্র শ্রীভাস্করানন্দ গুরুকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

হে গুরো, যদিও বহু যত্ন করিয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি এই স্তুতি করিলাম, কিন্তু এখন বিচার করিয়া দেখিলে, এই বিস্তারিত স্তুতিও ব্যর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেন না, যাঁহাতে যে গুণ আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বাড়াইয়া বলিলে, তিনি সন্তুষ্ট হন, কিন্তু এখানে, অর্থাৎ আপনার গুণবর্ণনাতে, গুণ বাড়াইয়া বলিবার কোনও অবসর নাই। তাৎপর্য্য এই যে, স্বামীজীর যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার সমস্ত গুণের লেশমাত্র ॥ ১৪ ॥

অতো যচ্চাঞ্চল্যাত্তব গুণগণানাং হি বিভব-
মবুদ্ধ্বৈতদ্ভত্ত্বাৎ কৃতমিহ ময়া তৎকরণতঃ।
সুবধ্যাহং পাণীকৃতনতশিরঃ প্রার্থয় ইতি
যতীশ ক্ষন্তব্যং বিতর ময়ি দৃষ্টিং সকরুণাম্ ॥ ১৫ ॥

সদা স্বে পাদাব্জে মম কুরু রতিং পাবনতমে
প্রসাদস্তে যস্মাত্তদুপদিশ মাং ত্বং করুণয়া।
ন জানেঽহং কিঞ্চিচ্চরণরজসস্তে সমধিকং
প্রসীদ ত্বং তস্মাচ্ছরণদ ন চান্যচ্চ শরণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৌধুরীমহাদেবপ্রসাদকৃতং যতীন্দ্রগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অস্যার্থঃ।

এই কারণে, হে যতীশ, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবনতশিরে আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যে আমি অজ্ঞান ও চাঞ্চল্য বশতঃ আপনার গুণসমূহের বিভব বর্ণনা করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করিয়া, আমাকে করুণা দৃষ্টি বিতরণ করুন ॥ ১৫ ॥

আপনার পবিত্র চরণকমলে আমার চিত্তকে আসক্ত করুন, এবং যাহাতে আপনি প্রসন্ন হন, তদ্বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দিউন, কেন না, হে শরণদ, আপনার চরণরজঃ হইতে আর অধিক আমি কিছুই জানি না, এবং আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, সুতরাং হে প্রভো, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীচৌধুরী মহাদেব প্রসাদ কৃত যতীন্দ্র গুরুস্তোত্র সমাপ্ত।

যতীন্দ্রস্তোত্রম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

জ্ঞাত্বা বেদার্থসংঘং মুনিবররচিতং প্রাপ্তবোধঃ স বিজ্ঞো
মত্বা চালীকমেতৎ সকলমিহ জগদ্যোগমার্গৈকলগ্নঃ ।
ধ্যায়ন্তং দেবমাদ্যং ভবভয়হরণং ভাস্করানন্দবিজ্ঞো
দুর্গায়াঃ পূর্ব্বভাগে বিলসতিবিপিনে কাশিকায়াং যতীন্দ্রঃ॥১॥

ত্যক্ত্বা স্ত্রীপুত্রবর্গং সকলগুণযুতং মোহরূপং বিশালং
পুণ্যক্ষেত্রাণ্যশেষাণ্যখিলভুবি গতান্যাপ্তকামো দদর্শ ।
স্মৃত্বা যো দেবদেবং নিগমফলময়ং ভাস্করানন্দযোগী
কাশ্যামানন্দকুঞ্জে নিবসতি বিপিনে সোঽয়মানন্দকন্দঃ ॥২॥

অস্যার্থঃ ।

বিজ্ঞ শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী মুনিবর ব্যাসাদি রচিত বেদ এবং তাহার অর্থ সমস্ত জানিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই জগৎ সমস্তই মিথ্যা মনে করিয়া, কেবল একমাত্র যোগমার্গ অবলম্বন করতঃ ভবভয়হারী আদিদেবের ধ্যানাবসক্তচিত্ত হইয়া, কাশীস্থ দুর্গামন্দিরের পূর্ব্বভাগে (আনন্দবাগ নামক) উদ্যানে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যিনি সকল গুণযুক্ত স্ত্রী পুত্রদিগকে বিশাল মোহ স্বরূপ জ্ঞান করতঃ পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীস্থ সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র দর্শন

নির্জ্জিত্যেন্দ্রিয়বৈরিপক্ষনিবহং যস্য প্রসাদাৎ সদা
মোহধ্বান্তবিদূরশুভ্রমনসঃ সন্তঃ সুখং শেরতে।
যং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যমত্র মনুজাঃ স্বাত্মানমেবানিশং
মন্যন্তে স দিগম্বরো বিজয়তে শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৩ ॥

মায়ামাত্রবিনির্ম্মিতং হি ভুবনং মত্বা স বিজ্ঞেশ্বরো
ধ্যাত্বা তৎপরমং পদং হৃদি মুদা তুর্য্যাশ্রমে সংস্থিতঃ।
যশ্চেন্দ্রাদিসমস্তদেবপদবীং তুচ্ছাং সদা মন্যতে
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

করিয়াছেন, সেই যোগী ভাস্করানন্দ আনন্দকন্দজী নিগমফল স্বরূপ পরব্রহ্মের স্মরণ করতঃ, সিদ্ধকাম হইয়া কাশীতে আনন্দ-বনে বাস করিতেছেন ॥ ২ ॥

যাঁহার প্রসাদে সজ্জনগণ মোহরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ইন্দ্রিয়বৈরি পক্ষকুলকে জয় করিয়া সুখে শয়ন করিতেছেন, এবং যাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকে আপ-নাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করে, এবম্ভূত শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী সদা শোভমান হইতেছেন ॥ ৩ ॥

সেই বিজ্ঞেশ্বর, মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট, ইহা বিবেচনা করিয়া সন্তোষের সহিত জগদীশ্বরের পরমপদ হৃদয়ে ধ্যান করতঃ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলেন; যিনি ইন্দ্রাদি সমস্ত

ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুবন্তি নিখিলাং যৎসংস্মৃতেঃ সজ্জনা
যং সর্ব্বে প্রণমন্তি ভূপতিবরাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যৈ মুদা।
বিজ্ঞাঃ পুণ্যতমং চরিত্রমনিশং গায়ন্তি যস্যাখিলাঃ
সোঽয়ং সংবিদধাতু বাঞ্ছিতফলং শ্রীভাস্করানন্দবিৎ ॥৫॥

সুভুক্তিমুক্তিদায়কং যতীন্দ্রমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং শিবস্বরূপমাশুকামদম্।
নরেন্দ্রসেব্যসৎপদং বরপ্রসূনমালকং
গুরুং ভজাম্যহং সদা স্বভক্তবৃন্দপালকম্ ॥ ৬ ॥

অস্যার্থঃ।

দেবপদবী তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন, সেই শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন ॥ ৪ ॥

যাঁহার স্মরণ করিলে সজ্জনগণ শীঘ্র সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, মহারাজগণ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাঁহাকে প্রণাম করেন, এবং পণ্ডিতগণ সানন্দচিত্তে যাঁহার পুণ্যতম চরিত্র দিবানিশি গান করিয়া থাকেন, এবম্ভূত শ্রীভাস্করানন্দ স্বামী আমাকে বাঞ্ছিত ফল বিতরণ করুন ॥ ৫ ॥

ইহলোকের সুখভোগ ও মুক্তিদাতা, নরেন্দ্র-সেবিত-পদ ও উত্তম পুষ্পমালাধারী, এবং স্বীয় ভক্তবৃন্দপালনকারী, শীঘ্র সর্ব্বকামপ্রদ, সেই শিবস্বরূপ যতীন্দ্র ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

স্বভাসয়া বিভাসয়ন্ স্বভক্তহৃৎসরোরুহং
সুদুর্লভঞ্চ তদ্বিভোঃ পরং পদং প্রদর্শয়ন্।
সদা বিনোদকাননে চরন্তমত্র ভাস্করা-
দিনন্দনামকং পরং গুরুং নমামি সন্ততম্॥ ৭॥

হে দীনবন্ধো ভগবন্ ভবসাগরেঽস্মিন্
মগ্নান্ধমোহতমসাবৃতচেতসং মাম্।
নো চেৎ সমুদ্ধরসি বৈ স্বকৃপাকটাক্ষৈ-
র্দাসোঽহমত্র বদ কং শরণং ব্রজামি॥ ৮॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুরেণ জ্যোতির্বিদ্ শ্রীসোনেলালশর্ম্মণা
বিরচিতং যতীন্দ্রস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অস্যার্থঃ।

যিনি স্বকীয় প্রভা দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের হৃদয়কমল প্রকাশ করতঃ সুদুর্লভ পরব্রহ্মের পরমপদ দর্শন করাইতেছেন, সেই আনন্দ কাননে বিচরণকারী পরম গুরু ভাস্করানন্দ স্বামীকে সর্ব্বদা আমি প্রণাম করি॥ ৭॥

হে দীননাথ, হে ভগবন্, আমি এই ভবসাগরে মোহরূপ অন্ধকারে আবৃতচিত্ত বশতঃ অন্ধ হইয়া মগ্ন হইতেছি, যদি আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দাস হইয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব, বলিয়া দিউন॥ ৮॥

ইতি শ্রীমিথিলামহীসুর জ্যোতির্বিদ্ শ্রীসোনেলাল শর্ম্মা কৃত
যতীন্দ্রস্তোত্র সমাপ্ত।



ভাস্করানন্দাষ্টকম্।



ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দঃ।



শ্রীগণেশায় নমঃ।

ত্রয়ীসিদ্ধসৎকর্ম্মধূতাঘসঙ্ঘং
সদা সংযমাভ্যাসবশ্যেন্দ্রিয়ং প্রাক্।
ততঃ শ্রৌতযুক্ত্যা ভবেশম্বিরক্ত-
ম্ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ১॥

মহাবাক্যতঃ সারমাকৃষ্য ভাবং
ভবচ্ছেদবীজং সুখস্যৈকধাম।
স্থিতং নির্ব্বিকল্পং সদাশান্তমূর্ত্তিং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহার বেদোক্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপাবলী বিধৌত হইয়াছে, এবং যাঁহার সদা সংযমাভ্যাস দ্বারা প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, যিনি শ্রৌত অর্থাৎ বেদোক্ত যুক্তি দ্বারা সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন, সেই স্তুতিকরণযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ১॥

মহাবাক্যাবলী অর্থাৎ “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্য হইতে

ভবাব্ধৌ নিমগ্নানবিজ্ঞান্ ভয়ার্ত্তান্
সমুদ্ধর্ত্তুকামো য আস্তেঽবিমুক্তে।
নিরাশং কৃপালুং তমাশাবসানং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৩॥

কলৌ লোকশিক্ষাবতারস্বরূপং
সুবুদ্ধাত্মতত্ত্বং তদেকাগ্রচিত্তং।
সমানারিমিত্রং হতর্ত্তুপ্রভাবং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

সংসার-জন্মনাশকরূপ মুখ্য অর্থ নিষ্কাশন করিয়া যিনি সুখের একমাত্র স্থান, এবং নির্ব্বিকল্প চিত্তে সদাশান্ত মূর্ত্তিতে স্থিত, সেই স্তুতিযোগ্য, ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি প্রণাম করি॥ ২॥

যিনি সংসার-সাগরে নিমগ্ন, ভয়ার্ত্ত অজ্ঞানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, এবং যিনি আশাবিহীন, কৃপালু, দিগম্বর, ও স্তুতিযোগ্য, সেই ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ৩॥

যিনি কলিকালের লোকদিগের শিক্ষার জন্য অবতার স্বরূপ, এবং যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ও যাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়াছে, শত্রু ও মিত্র যাঁহার নিকট সমান, এবং যিনি ঋতুর (শীত গ্রীষ্মাদির) প্রভাব নষ্ট করিয়াছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ৪॥

উদেতীচ্ছয়া যস্য গূঢ়াত্মভাবো
নৃণাং মানসেঽজ্ঞানরুদ্ধাত্মনান্তু।
ব্যরংসীদবিদ্যাপ্রভাবো যতস্ত-
ম্ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৫॥

ভবোদ্ভূতভোগং সুরেশস্য লোকং
ত্রিবর্গঞ্চ তুচ্ছং সদা মন্যতে যঃ।
পিবন্তং রসং ব্রহ্মচিদ্রূপমগ্র্যং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৬॥

যথা দাম্নি সর্পো যথা স্বপ্নবোধো
মরৌ বারি যদ্বদ্যথা চেন্দ্রজালম্।
তথা ভ্রান্তিভূতম্ভবং প্রেক্ষমাণং
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৭॥

অস্যার্থঃ।

যাঁহার ইচ্ছা দ্বারা, অজ্ঞানাচ্ছাদিত ব্যক্তিদিগের আত্মজ্ঞান লাভের উদয় হয়, এবং যাঁহার দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবম্ভূত স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ৫॥

যিনি সংসারোৎপন্ন ভোগ, ও স্বর্গলোক, এবং ত্রিবর্গ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) এ সমস্ত গুলিকে সর্ব্বদা তুচ্ছ বিবেচনা করেন, এবং যিনি অনুত্তম ব্রহ্মচিদ্রূপ রস পান করিতেছেন, সেই স্তুতিযোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ৬॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, যেমন স্বপ্নাবস্থাতে জ্ঞান, যেমন

জগন্নশ্বরং ভোগআধের্নিদানং
চিদেকা সতীত্যেব নিত্যং বিচিন্ত্যন্।
ইতীবেহ বিজ্ঞাপয়ন্তং স্বকৃত্যা
ভজে ভাস্করানন্দমীড্যং মুনীশম্॥ ৮॥

নমঃ পরমহংসায় ভাস্করানন্দমূর্ত্তয়ে॥
ভক্তাভীষ্টপ্রদায়াশু সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে॥ ৯॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবাগীশেন বিরচিতং
ভাস্করানন্দষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অস্যার্থঃ।

মরুভূমিতে উদক, এবং যেমন ইন্দ্রজাল, সেইরূপ এই সংসার ভ্রান্তিময়, এইরূপে দর্শনকারী স্তুতিযোগ্য মুনীশ্বর ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি ভজনা করি॥ ৭॥

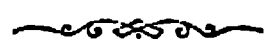
জগৎ নশ্বর, এবং ভোগ মনঃকষ্টের নিদান স্বরূপ, কেবল একমাত্র জ্ঞানই নিত্য, এইরূপ চিন্তা করতঃ স্বীয় কার্য্য দ্বারা যিনি লোক সমূহকে এই রূপই জ্ঞাপন করিতেছেন, সেই স্তুতি-যোগ্য ভাস্করানন্দ মুনীশ্বরকে আমি ভজনা করি॥ ৮॥

ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদ ও সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ, পরমহংস ভাস্করানন্দ মূর্ত্তিকে নমস্কার॥ ৯॥

ইতি শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ কৃত ভাস্করানন্দাষ্টক সমাপ্ত।



বৃন্দাবনগুর্ব্বষ্টকম্‌।



শ্রীগণেশায় নমঃ।

কাশীনিবাসং যশসা প্রকাশং
সর্ব্বাঘনাশং শরণাগতানাম্‌।
ব্রহ্মস্বরূপং পরমাবধূতং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ১ ॥

যদ্দর্শনং যৎস্মরণং যদর্চ্চা
চেতোবিশুদ্ধিং কুরুতে জনানাম্‌।
ভবাপবর্গঞ্চ ততো বিধত্তে
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

যিনি কাশীতে বাস করিতেছেন, ও যশোদ্বারা প্রকাশমান রহিয়াছেন, এবং যিনি শরণাগত ব্যক্তিদিগের সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, এবম্ভূত পরম অবধূত, ব্রহ্মস্বরূপ, ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাঁহার দর্শন, স্মরণ ও পূজন দ্বারা মনুষ্যগণের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তদনন্তর ইহ সংসার হইতে মোক্ষ বিধান করে, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ২ ॥

চেতো যদীয়ং বিষয়েষ্বসক্তং
নক্তংদিবং ব্রহ্মসুখাবমগ্নম্।
নির্ব্বাতদীপার্চ্চিরিবাপ্রকম্পং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৩ ॥

চেতশ্চরী তৃপ্তিকরী সদক্ষ্ণা-
মক্ষোভকর্ত্রী সুহৃদাং দয়ার্দ্রা।
মূর্ত্তির্যদীয়া বুধবন্দনীয়া
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৪ ॥

যৎপাদপদ্মদ্বয়দর্শনায়
নিত্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদায়।

অস্যার্থঃ।

যাঁহার চিত্ত, বিষয়ে আসক্ত না হইয়া দিবানিশি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া আছে, এবং নির্ব্বাত-স্থান-স্থিত প্রদীপের শিখার ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছে, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যাঁহার মূর্ত্তি, সজ্জনগণের অন্তঃকরণে বিচরণ করিতেছে ও দৃষ্টিকে তৃপ্ত করিতেছে, এবং সুহৃদ্বর্গকে ক্ষোভরহিত করিতেছে, দয়ার্দ্র, এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর বন্দনীয়, সেই ভাস্করানন্দ গুরু-মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

দূরাদুপাযান্তি নৃপা দ্বিজেন্দ্রা-
স্তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৫ ॥
দিগম্বরং দিক্‌পতিবন্দ্যমানং
সানন্দমানন্দবনৈকসিংহম্‌ ।
কৃতারিষড়্‌বর্গজয়ং শুভাশয়ং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্‌ ॥ ৬ ॥
ষড়্‌দর্শনজ্ঞাননিধানমানসং
তৎসদ্বচো নিত্যবিমর্শতৎপরম্‌ ।
নৈর্গুণ্যনির্ধূতমনোমলং পরং
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নতোঽস্ম্যহম্‌ ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

যাঁহার চরণকমলযুগল দর্শন করিবার জন্য বহুদূর হইতে রাজগণ ও পণ্ডিতগণ নিত্য আসিয়া থাকেন, এবং যিনি চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন,) সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

যিনি দিগম্বর, যিনি দিক্‌পতিগণের বন্দ্যনীয়, যিনি আনন্দ-যুক্ত আনন্দবনের সিংহ সদৃশ, এবং যৎকর্ত্তৃক ষড়রিপু পরাজিত হইয়াছে, যিনি শুভাশয়, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

যাঁহার চিত্ত ষড়্‌দর্শনের সমস্ত জ্ঞানের আকর, ও ঐ সকল শাস্ত্রবাক্য বিচারে তৎপর, এবং যিনি নির্গুণ দ্বারা মনের

যস্তত্ত্বমস্যাদিবিচারদক্ষঃ
স্বচ্ছান্তরাত্মা শ্রুতিমার্গগামী।
সমং সুবর্ণং সিকতা চ যস্য
তং ভাস্করানন্দগুরুন্নমামি ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহেশানুচরঃ সনাঢ্যো
বৃন্দাবনঃ সদ্গুরুলব্ধবিদ্যঃ।
গুর্ব্বষ্টকন্তেন কৃতং প্রসত্ত্যৈ
শ্রীমদ্গুরূণাং করুণাকরাণাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনশর্ম্মবিরচিতং গুর্ব্বষ্টকং সম্পূর্ণম্।

অস্যার্থঃ।

সমুদায় মল প্রক্ষালন করিয়াছেন, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যিনি "তত্ত্বমসি" আদি মহাবাক্যাবলীর বিচারে দক্ষ ও যাঁহার বিমল অন্তরাত্মা শ্রুতিমার্গে বিচরণ করিতেছে, এবং যাঁহার পক্ষে সুবর্ণ ও সিকতা সমান, সেই ভাস্করানন্দ গুরুকে আমি প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমান্ মহাদেবের অনুচর, সনাঢ্যকুলোৎপন্ন, বৃন্দাবন নামক ব্রাহ্মণ, সদ্গুরুর নিকট হইতে লব্ধবিদ্য হইয়া, করুণাকর গুরুকে প্রসন্ন করিবার জন্য, এই গুর্ব্বষ্টক রচনা করিলেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন শর্ম্মা কৃত গুর্ব্বষ্টক সমাপ্ত।

যতীন্দ্রস্তোত্রম্ ।

শ্রীঃ পাতু ।

অথাদ্যং বিভুং বিঘ্নরাজং গণেশং
শিবানন্দদং শঙ্করং সর্ব্বভাজং ।
প্রণম্যাহমানন্দকন্দস্বরূপং
প্রকুর্ব্বে স্তবং তং যতের্ব্বিশ্ববন্দ্যম্ ॥ ১ ॥
পিতৃমাতৃগুরুং পরিপূজ্য গুণৈ-
র্য্যতিমার্গমলং সুখদং সুখদৈঃ ।
অদধৎ পরিভাষ্য সুখং বিষয়ং
কুলমানমলং পরিহায় গৃহম্ ॥ ২ ॥
শরীরান্তকালে দ্বয়োস্তত্র গত্বা-
দদাদ্ব্রহ্মচৈতন্যপূর্ণং মনোজম্ ।

অস্যার্থঃ ।

আমি আদি বিভু বিঘ্নরাজ গণেশকে এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দকন্দস্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্ববন্দ্য ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সেই পরমহংস যতির স্তব প্রণয়ন করিতেছি ॥ ১ ॥

তিনি সদ্‌গুণের দ্বারা পিতা, মাতা, ও গুরুকে পূজা করিয়া, এই সংসারে লৌকিক সুখ ও বিষয় সম্পত্তির পরিশীলন পূর্ব্বক,

তদা জ্ঞানমানন্দকন্দং স্বপিত্রোঃ
সদা তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৩ ॥

যদা কস্য ভাগ্যোদয়েন প্রযাতি
স্বপস্ত্যাং গৃহে তদ্গৃহং তীর্থরূপম্।
ভবত্যম্বরাম্বরং ভেদশূন্যং
যতিং সর্ব্বদা ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৪ ॥

আনন্দকাননিবাসমাজন্মনিষ্ঠং
বাতপ্রবৃত্তিমচলং ভবভাবশূন্যম্।
ভাগ্যোদয়ং বিতনুতে সততং জনানাং
ব্রহ্মাণ্ডতীর্থহৃদয়ং শিবদং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অস্যার্থঃ।

কুল, মান, গৃহ পরিত্যাগ করতঃ, সুখদ সন্যাসমার্গ অবলম্বন করিলেন ॥ ২ ॥

যিনি পিতা মাতার শরীরান্তকালে, তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম চৈতন্য পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভাস্করানন্দ যতিকে আমি স্তুতি করি ॥ ৩ ॥

যদি কখনও স্বামীজী সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও গৃহে পদব্রজে গমন করেন, তাহা হইলে সেই গৃহ তীর্থস্বরূপ হয় ; যিনি দিগম্বর, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই ভাস্করানন্দ স্বামীকে আমি স্তুতি করি ॥ ৪ ॥

আনন্দকাননিবাসী, আজন্মনিষ্ঠ, সমাধিস্থ, স্থিরধী, সংসারের ভাবনাশূন্য, সর্ব্বদা লোকের সৌভাগ্য-বিস্তারকারী এবং

কৃতো যেন যজ্ঞস্তপোদানতীর্থৌ
ভবত্যাশুবুদ্ধির্বিশালা বুধেন।
তয়া সচ্চিদানন্দসঙ্গস্য সঙ্গং
তদা তেন মোক্ষং যতীন্দ্রং তমীড়ে॥ ৬॥

বিভুং বিশ্বনাথং সদোদারকীর্ত্তিং
শিবং ভোগদং রোগকালং বিশালম্।
প্রসন্নেন্দ্রিয়ং ধর্ম্মমূলং বরেণ্যং
সদা ধ্যানগং ভাস্করানন্দমীড়ে॥ ৭॥

একং কৃত্বা প্রকৃতিপুরুষৌ হৃজ্জলং সংবিধায়
স্বচ্ছং মত্বা তমপি বিমলং ব্রহ্মরূপং নিনায়।

অস্যার্থঃ।

যাঁহার ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত তীর্থ হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই কল্যাণপ্রদ স্বামীকে আমি স্তুতি করি॥ ৫॥

যে বিদ্বান কর্ত্তৃক যজ্ঞ, তপ, দান, ও তীর্থ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার অচিরে বিশালা বুদ্ধি হয়, এবং তদ্দারা সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ স্বামীজীর সঙ্গলাভ হয়, এবং তাহাতেই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; এবম্ভূত যে যতীন্দ্র, তাঁহাকে আমি স্তুতি করি॥ ৬॥

যিনি বিভু, বিশ্বনাথ, সদা উদার কীর্ত্তিযুক্ত, শিবস্বরূপ, ভোগপ্রদ, রোগের বিশাল কালস্বরূপ, যাঁহার ইন্দ্রিয় প্রসন্ন, যিনি ধর্ম্মের মূল, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং সদাধ্যানাবস্থিত, সেই ভাস্করা-নন্দ স্বামীকে আমি স্তুতি করি॥ ৭॥

মানং ত্যক্ত্বা জগতি সকলং নির্ব্বিকল্পঞ্চ ধৃত্বা
ধ্যানং নিত্যং চলতি সরিতঃ কূলমূলাঙ্গকেন ॥ ৮ ॥
সদা নির্ব্বিকল্পং নিরীহং যতীন্দ্রং
নিরাধারাধারং প্রকাশস্বরূপম্ ।
প্রসন্নং সদা ব্রহ্মলীনং কুলীনং
প্রসিদ্ধং সদা ভাস্করানন্দমীড়ে ॥ ৯ ॥
দিনেশানলৌ দেহশীতং যথা
সতাং সঙ্গমোহজ্ঞানতাপং তথা ।
বোধরূপং হরত্যচলং সামদং
তং যতিং ভাস্করানন্দমীড়ে কৃশম্ ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

যিনি প্রকৃতি ও পুরুষকে এক করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই সুবিমল ব্রহ্মরূপ কল্পনা করতঃ ইহ জগতে সম্মানত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প ধ্যানাবস্থিত হইয়া গঙ্গাতটে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যিনি সদা নির্ব্বিকল্প, নিরীহ, নিরাশ্রয় লোকদিগের আশ্রয়, প্রকাশ স্বরূপ, ব্রহ্মলীন, প্রসন্নচিত্ত, এবং প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিখ্যাত ভাস্করানন্দ যতীন্দ্রকে আমি স্তুতি করি ॥ ৯ ॥

সূর্য্য ও অনল যেমন দেহের শীত নিবারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সজ্জনসঙ্গম অজ্ঞানরূপ তাপ হরণ করিয়া থাকে।

মনসো ব্রহ্মণশ্চৈব কশ্চিদ্ভেদো ন দৃশ্যতে।
সবিকল্পং মনঃ প্রোক্তং নির্ব্বিকল্পং তদুচ্যতে॥ ১১॥
এবম্ভূতং মনো যস্য যতীন্দ্রং তমহং ভজে।
গততৃষ্ণং ভবাতীতমানন্দবনচারিণম্॥ ১২॥
মহাদেবঃ শুক্লো বদতি ভবতাপানলকৃশান্
জনান্ কাশীবাসং ঝটিতি সুখসিন্ধুং সুকৃতিনঃ।
জনা জ্ঞানায়ৈবং ভজত ভবপোতং সুকৃতিনং
যতীন্দ্রং সানন্দং পরমমমলং তং খবসনম্॥ ১৩॥

অস্যার্থঃ।

বোধস্বরূপ, স্থির, সামপ্রদ কৃশ সেই ভাস্করানন্দ যতিকে আমি স্তুতি করি॥ ১০॥

মন ও ব্রহ্মে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। সবিকল্পকে মন বলা যায়, এবং নির্বিকল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকে॥ ১১॥

যাঁহার মন এবম্ভূত নির্ব্বিকল্প হইয়াছে, সেই তৃষ্ণারহিত ভবাতীত আনন্দবনচারী যতীন্দ্রকে আমি ভজনা করি॥ ১২॥

ভবতাপানলে কৃশ ব্যক্তিদিগের প্রতি মহাদেব শুকুল নামক ব্যক্তি বলিতেছেন যে, হে সুকৃতিবান্ ব্যক্তিগণ! জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত পরম অমল, সুখসাগররূপ কাশীনিবাসী, আনন্দযুক্ত, ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ, সেই দিগম্বর যতীন্দ্রকে শীঘ্র ভজনা কর॥ ১৩॥

ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং যো যত্নেঃ প্রযতোঽনিশম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ভাস্করানন্দরূপিণঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিত যতীন্দ্রস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অস্যার্থঃ।

ভাস্করানন্দরূপী যতির অগ্রে একাগ্রচিত্তে নিত্য যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সকল কামনা পূর্ণ হয় ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহাদেবশুক্লবিরচিত যতীন্দ্রস্তোত্র সমাপ্ত।

প্রার্থনায়াং শ্লোকত্রয়ম্ ।



ওঁ মদনরিপোনন্দনং বন্দে ।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ১ ॥

দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টিপাতৈঃ ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যজ্জদহন্ন জানে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে স্বামিন্, হে প্রণত লোকদিগের বন্ধু, হে করুণানিন্ধু আপনাকে নমস্কার; আমি ভব-সাগরে পতিত হইয়াছি; কারুণ্যসুধাবর্ষণকারী আপনার কৃপাকটাক্ষ দ্বারা আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১ ॥

আমি দুর্ব্বার সংসাররূপ দাবাগ্নি দ্বারা অভিতপ্ত, ভীত ও কম্পমান হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন; কেন না, আমি অন্য আর কাহারও শরণ লইতে জানি না ॥ ২ ॥

শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা
নহেতু নান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥ ৩ ॥

ইতি মৈথিলসস্বামিকৃতপ্রার্থনায়াং শ্লোকত্রয়ম্।

অস্যার্থঃ।

শান্তিযুক্ত মহান্ সজ্জন লোক, এই যে ভয়ানক ভবার্ণব, তাহা হইতে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোক সকলের হিতের জন্য বিচরণ করিতে করিতে হেতু বিনা অপর লোকদিগকেও উদ্ধার করতঃ নিবাস করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ইতি মৈথিলসস্বামিকৃত প্রার্থনা শ্লোকত্রয়।



সম্পূর্ণম্।

PRINTED BY UPENDRA NÁTHA CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS.
NO. 62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1894.